

# প্রজন্ম

কথা

Voice of the generation

PROJANMO Kotha

সেপ্টেম্বর ২০১৭

## বোটিয়া সন্ধ্যা- অতীত ৩ বর্ষমান

টেকসই উন্নয়নের জন্য  
অংশীদারিত্ব





# পিএসটিসি কমিউনিটি প্যারামেডিক ট্রেনিং ইনস্টিটিউট জন্ম চলেছে



পপুলেশন সার্ভিসেস এন্ড ট্রেনিং সেন্টার (পিএসটিসি) পরিচালিত

কমিউনিটি প্যারামেডিক কোর্স

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় কর্তৃক  
অনুমোদিত এবং বাংলাদেশ নার্সিং কাউন্সিল কর্তৃক অধিভুক্ত ও নিবন্ধিত কোর্স

**কোর্স সংক্রান্ত তথ্যাবলী**

২ বছর মেয়াদী কমিউনিটি প্যারামেডিক কোর্স

৬ মাসে ১টি সেমিস্টার হিসেবে মোট ৪টি সেমিস্টার

**ভর্তির সময় সূচি:**

- আগে আসলে আগে ভর্তি হবেন, ভর্তিতে সর্বোচ্চ ৬০ জন শিক্ষার্থী ভর্তি করা হয়
- প্রতিদিন (রবিবার – বৃহস্পতিবার) সকাল ১০ টা থেকে দুপুর ২ টা পর্যন্ত ক্লাস কার্যক্রম চলে
- কোর্স শেষে বাংলাদেশ নার্সিং কাউন্সিল কর্তৃক সার্টিফিকেট ও রেজিস্ট্রেশন প্রদান করা হয়

**ভর্তির যোগ্যতা ও প্রয়োজনীয় কাগজপত্র**

- এসএসসি বা সমমান পরীক্ষা পাশের সনদপত্রের সত্যায়িত ফটোকপি
- জন্মনিবন্ধন সনদ অথবা জাতীয় পরিচয়পত্রের সত্যায়িত ফটোকপি
- চার (৪) কপি পাসপোর্ট সাইজের রঙিন ছবি

**কোর্স-কালীন সুবিধাসমূহ**

- ভাল রেজাল্ট এর জন্য স্কলারশিপের ব্যবস্থা
- প্রয়োজনে নির্ধারিত ফি তে থাকার ব্যবস্থা
- উপযুক্ত উপকরণসহ শ্রেণিকক্ষ
- অভিক্ষ শিক্ষকমণ্ডলী দ্বারা পাঠদান
- পিএসটিসি কর্তৃক পরিচালিত নিজস্ব ক্লিনিকসমূহে ইন্টার্নশিপের সুব্যবস্থা

**কোর্স সম্পন্ন করার পর চাকুরীর সুবর্ণ সুযোগসমূহ**

- স্বাস্থ্য সেবা খাতে দক্ষ জনবল তৈরীর মাধ্যমে সরকারি কর্মসূচী বাস্তবায়নে সরকারকে সহযোগিতা করা
- পিএসটিসি কর্তৃক পরিচালিত বিভিন্ন ক্লিনিকে ভাল বেতনে চাকুরীর সুবর্ণ সুযোগ
- সরকারী ও বেসরকারী হাসপাতাল, উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স, কমিউনিটি ক্লিনিকে চাকুরীর সুযোগ
- সূর্যের হাসি, আরবান প্রাইমারি হেলথ কেয়ার এবং অন্যান্য এনজিও ক্লিনিকে চাকুরীর সুযোগ
- প্রাইভেট প্র্যাকটিশনার হিসাবে কাজ করতে পারবেন
- বিদেশে প্যারামেডিক হিসাবে কাজ করার সুযোগ পাবেন

**আর্থিক তথ্য (সেমিস্টার অনুযায়ী)**

১ম সেমিস্টার	২য় সেমিস্টার	৩য় সেমিস্টার	৪র্থ সেমিস্টার
ভর্তি ফি: ১০,০০০/-	মাসিক বেতন: (৬*২০০০) ১২,০০০/-	মাসিক বেতন: (৬*২০০০) ১২,০০০/-	মাসিক বেতন: (৬*২০০০) ১২,০০০/-
মাসিক বেতন: (৬*২০০০) ১২,০০০/-	সেমিস্টার ফি: (১*৪০০০) ৪,০০০/-	সেমিস্টার ফি: (১*৪০০০) ৪,০০০/-	সেমিস্টার ফি: (১*৪০০০) ৪,০০০/-
সেমিস্টার ফি: (১*৪০০০) ৪,০০০/-	সর্বমোট ১৬,০০০/-	সর্বমোট ১৬,০০০/-	প্র্যাকটিক্যাল ফি: ১০,০০০/-
সর্বমোট ২৬,০০০/-			সর্বমোট ২৬,০০০/-

(ফাইনাল পরীক্ষার ফি বাংলাদেশ নার্সিং কাউন্সিল এর নিয়ম অনুযায়ী হবে যা ফাইনাল পরীক্ষার পূর্বে জানানো হয়)



পপুলেশন সার্ভিসেস এন্ড ট্রেনিং সেন্টার (পিএসটিসি)

পিএসটিসি ভবন, প্লট # ০৫, মেইন রোড, ব্লক- বি, আফতাব নগর, বাড়ডা, ঢাকা-১২১২

ফোন: ৯৮৫৩২৮৪, ৯৮৮৪৪০২, ৯৮৫৭২৮৯, E-mail: pstc.cpti@pstc-bgd.org, Website: www.pstc-bgd.org

সম্পাদক

ড. নূর মোহাম্মদ

পরামর্শক

সায়ফুল হুদা

প্রকাশনা সহযোগী

সাবা তিনি

## সূচীপত্র

পৃষ্ঠা ২

রোহিঙ্গা সমস্যা অতীত ও বর্তমান

পৃষ্ঠা ৬

টেকসই উন্নয়নের জন্য অংশীদারিত্ব

পৃষ্ঠা ১০

মানবতার টানে পিএসটিসি:

রোহিঙ্গাদের জন্য জরুরী স্বাস্থ্য সেবা

পৃষ্ঠা ১২

সংযোগ প্রকল্প কার্যক্রমের উদ্বোধনী চট্টগ্রাম...

পৃষ্ঠা ১৩

ইয়ুথ কর্ণার

পৃষ্ঠা ১৪

সংবাদ

পৃষ্ঠা ১৬

এইচআইভি/এইডস...

## সম্পাদকীয়

লক্ষ লক্ষ অসহায় রোহিঙ্গাদের মানবিক সহায়তা এবং তাদের নিজ দেশে ফিরে যাওয়া নিয়ে বাংলাদেশ আজ এক নজিরবিহীন সংকটের মুখোমুখি। এমনকিই আমরা জনবহুল দেশ। রয়েছে খাদ্যের অভাব। তারপরও দেশের প্রধানমন্ত্রীর উদারতা, বিভিন্ন দেশী-বিদেশী সংগঠনের তুরিৎ উদ্যোগ আর সাধারণ মানুষের মানবতায় এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে বাংলাদেশ। নিজ দেশের মানুষতো বটেই এখন আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের কাছেও বাংলাদেশ গৌরবের নাম। কিছুদিন আগেই যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্কে হয়ে গেল ৭২তম জাতিসংঘ সম্মেলন। তার আগেই বিশ্বনেতৃবৃন্দ বিষয়টি নিয়ে আলাপ-আলোচনা শুরু করেন। ২ সেপ্টেম্বর জাতিসংঘ মহাসচিব আন্তোনিও গুটারেস সংস্থাটির নিরাপত্তা কাউন্সিলকে রাখাইন রাজ্যে রোহিঙ্গাদের উপর বর্বর নির্যাতনের বিষয়ে ব্যবস্থা নেয়ার কথা বলেন।

যদিও জাতিসংঘে সম্মেলনে সবাই টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের রূপরেখা নিয়ে কথা বলেছেন। তারপরও নেতৃবৃন্দরা ঘুরে ফিরে রোহিঙ্গাদের উপর নির্যাতনের কথাই বেশি বলেছেন। চিত্তিত ছিলেন বাংলাদেশ-মিয়ানমার সীমান্তে রোহিঙ্গা অনুপ্রবেশকারীদের জীবন নিয়ে।

আরাকান রোহিঙ্গা সালভেশন আর্মি মিয়ানমারের সেনাবাহিনীর উপর আক্রমণ করেছে এমন দাবির মধ্য দিয়ে এবার এই রোহিঙ্গা সমস্যার সূত্রপাত হয় গত ২৫ আগস্ট থেকে। এরপর থেকে বিশ্বের কাছে এই রোহিঙ্গা পরিস্থিতি এক গুরুত্বপূর্ণ অবস্থান নিয়েছে। এমন ভয়াবহ একটা পরিস্থিতি মোকাবেলায় করণীয় ঠিক করতে জাতিসংঘের কর্তব্যাক্রিয়া সেপ্টেম্বর মাসে চারবার বৈঠক করেছে। তাদের মূল এজেন্ডাই ছিল এই অসহায় মানুষদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা। সেসাথে দুর্বিসহ কষ্ট-যন্ত্রণা কমাতে ব্যবস্থা গ্রহণ করা। নতুনভাবে রোহিঙ্গা অনুপ্রবেশকারীর সংখ্যা ৫ লাখ ছাড়িয়েছে, এ রোহিঙ্গারা জীবন বাঁচাতে নিজের ঘরবাড়ি ছেড়ে বাংলাদেশে আশ্রয় নিয়েছে। মিয়ানমার কর্তৃপক্ষ দাবি করেছে, যে তারা ৫ সেপ্টেম্বরই তাদের নিরাপত্তা অভিযান বন্ধ করে দিয়েছে। কিন্তু এখন পর্যন্ত মিয়ানমার থেকে পালিয়ে আসা রোহিঙ্গাদের জনশ্রোতাই বলে দেয় এমন দাবির সত্যতা কতটুকু? যারা বেঁচে ফিরছেন তারাই বর্ণনা দিচ্ছেন ঘরবাড়ি পোড়ানোসহ অমানবিক নির্যাতনের।

এবারের সম্মেলন এমন এক সময়ে অনুষ্ঠিত হয়েছে যখন হাজার হাজার নিরীহ রোহিঙ্গা প্রতিদিন প্রানভয়ে মিয়ানমার হতে সীমান্ত অতিক্রম করে বাংলাদেশে অনুপ্রবেশ করছে। এসকল আশ্রয় প্রার্থীর বেশিরভাগই মহিলা, শিশু এবং বয়স্ক। অতীতের যেকোনো সময়ের চেয়ে এখনকার পরিস্থিতি অত্যন্ত গুরুতর। যার কারণে জাতিসংঘ সম্মেলনে বিশ্বজুড়ে দারিদ্রতা দূরীকরণসহ শান্তি প্রতিষ্ঠা, টেকসই উন্নয়নের কথাই ঘুরে ফিরে স্থান পেয়েছে বিশ্বনেতাদের মুখে। বিশ্বজুড়ে এসডিজি কর্মসূচি নেয়ার লক্ষ্যে গত দু বছর ধরে জাতিসংঘ কাজ করছে। ১৫ বছর মেয়াদী এই কর্মসূচীতে প্রথম লক্ষ্যই হচ্ছে বিশ্বজুড়ে দারিদ্রতা দূর করা; যুদ্ধ হানাহানি, সংঘাত বন্ধ করে একটি শান্তিময় পৃথিবী গড়ে তোলা। যেখানে প্রত্যেকটি মানুষ তার অধিকারগুলো সমানভাবে ভোগ করতে পারবে। তবে এসব কিছুর জন্যই প্রত্যেকটি দেশের নেতাদের মধ্যে শান্তি প্রতিষ্ঠার সদিচ্ছা থাকতে হবে। আমরা আশা করি অন্তর্ভুক্ত পেনে ফেলে একটি সুস্থ-সুন্দর-শান্তিময় পৃথিবীর দিকে আমরা এগিয়ে যেতে পারবো।

সম্পাদক

প্রজন্ম প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক: আবদুর রউফ

প্রকাশক ও সম্পাদক: ড. নূর মোহাম্মদ, নির্বাহী পরিচালক, পপুলেশন পার্সিসেস এন্ড ট্রেনিং সেন্টার (পিএসটিসি), বাড়ী # ৯৩/৩, লেভেল ৪-৬, রোড # ৮, ব্লক-সি নিকেতন, গুলশান-১, ঢাকা ১২১২

টেলিফোন: ০২-৯৮৫৩৩৬৬, ০২-৯৮৫৩২৮৪, ০২-৯৮৮৪৪০২। ই-মেইল: projanmo@pstc-bgd.org

এ প্রকাশনা সম্ভব হয়েছে সংযোগ প্রকল্পের মাধ্যমে রাজকীয় নেদারল্যান্ডস্ দূতাবাসের সহায়তায়

# রোহিঙ্গা সমস্যা অতীত ও বর্তমান

কাজী আলী রেজা

সভ্যতার ক্রমবিকাশের সঙ্গে সঙ্গে সংকটের প্রকৃতিরও রূপান্তর ঘটে। বর্তমান বিশ্বের সংকটগুলো অতীতে দেখা যায়নি, ভবিষ্যতেও যে কী ধরনের সংকটের মোকাবিলা এই বিশ্ববাসীকে করতে হবে তা এখনই বলা যাবে না।

আজকের যে শরণার্থী সমস্যা পৃথিবীকে পর্যুদস্ত করে চলেছে তা প্রাগৈতিহাসিক যুগের মানুষ কল্পনাও করতে পারেনি। তবে এ কথা সত্য, প্রাকৃতিক নানা কারণে সর্বকালেই মানুষ বাস্তুচ্যুত হয়ে দেশ থেকে দেশান্তরী হয়েছে। কিন্তু মানবসৃষ্ট যেসব কারণে আজ মানুষ আশ্রয়হীন, সম্বলহীন হচ্ছে, দূর-অতীতে তেমনটা দেখা যেত না।

পৃথিবীর ইতিহাসে জাতিগত বিদ্বেষ নতুন নয়। দেশে-দেশে নির্যাতন-নিপীড়ন বছরের পর বছর ধরে সংঘটিত হয়ে চলেছে। ১৯৭১ সালে পশ্চিম পাকিস্তানিরা পূর্ব-বাংলার মানুষকে দেশান্তরী হতে বাধ্য করেছে। আফগানিস্তান, ইরাক, সুদান, সোমালিয়া, লিবিয়া, ইয়েমেন, সিরিয়া, প্যালেস্টাইন, পাকিস্তানসহ পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে জাতিতে-জাতিতে বৈরিতার চরম প্রকাশ ঘটে চলেছে। এক হিসেবে বলা হয়েছে, বিশ্বে প্রায় ৬ কোটি মুসলমান আজ নানা কারণে উদ্বাস্তু।

বাস্তুচ্যুতি আর সীমাহীন দুর্ভোগের জ্বলন্ত উদাহরণ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ। ১৯৩৩ সালে হিটলার গণতান্ত্রিক উপায়ে নির্বাচিত হয়ে জার্মান জাতিকো ব্লু-ব্লাউ নেশনে পরিণত করার প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়। আর তার থেকে জন্ম নেয় উগ্রজাতীয়তাবাদ, যা ১৯৩৯ সালে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সূচনা করে।

নেলসন ম্যান্ডেলার দেশ দক্ষিণ আফ্রিকার কৃষ্ণাঙ্গ জনগণ শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে সাদা-চামড়ার মানুষের অত্যাচার-নিপীড়নের শিকার হয়েছে। অথচ দক্ষিণ আফ্রিকার শ্বেতাঙ্গ জনগণ শতকরা ১৩ ভাগ; আর কৃষ্ণাঙ্গরা শতকরা ৮৭ ভাগ। সেখানে নেলসন ম্যান্ডেলার মুক্তির (১৯৯০ সাল) আগ পর্যন্ত দক্ষিণ আফ্রিকার কালোদের অবাধে চলাচলে বাধা ছিল; বাধা ছিল কর্মক্ষেত্রে স্ত্রী-পরিবারকে সঙ্গে রাখা। শ্বেতাঙ্গদের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে কৃষ্ণাঙ্গদের প্রবেশাধিকার ছিল না। ৮-৭

শতাংশ কৃষ্ণাঙ্গকে সবসময় শ্বেতাঙ্গদের দেয়া ‘পাস’ বহন করতে হতো। এই পাস প্রদর্শনের মাধ্যমে কৃষ্ণাঙ্গদের প্রমাণ করতে হতো তারা দক্ষিণ আফ্রিকার নাগরিক।

কৃষ্ণাঙ্গদের জন্য যেসব বৈষম্যমূলক আইন প্রচলিত ছিল, সেগুলোর দৃষ্টান্ত আজকের রাখাইন রাজ্যে দৃশ্যমান। সেখানকার মুসলমান জনগোষ্ঠীর অবাধে চলাচলে নিষেধাজ্ঞা যেমন আছে, তেমনি আছে বিয়ে, সন্তান ধারণ, লেখা-পড়া, চাকরি-বাকরি এবং জাতীয় রাজনীতিতে অংশগ্রহণে বাধা-নিষেধ। এ বাধা-নিষেধের মধ্য দিয়েই রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠী যুগের পর যুগ সেখানে বসবাস করে আসছিল। কিন্তু গত ২৫ আগস্ট ২০১৭ সালে রোহিঙ্গা ইস্যুটি এমন এক বাঁক নেয়, যা বাংলাদেশের মতো একটি উন্নয়নশীল দেশের জন্য একটি বিশাল চ্যালেঞ্জ হিসেবে দেখা দিয়েছে।

মিয়ানমার দক্ষিণ এশিয়ার একটি বড় দেশ; বাংলাদেশের নিকটতম প্রতিবেশী। মিয়ানমারের আয়তন বাংলাদেশের পাঁচগুণ-৬৭৬,৫৫২ বর্গ কি.মি.। দেশটি ১৯৩৫ সাল পর্যন্ত ভারতের অঙ্গরাজ্য ছিল। ১৯৪৮ সালে ব্রিটিশদের কাছ থেকে স্বাধীনতা লাভ করে। বাংলাদেশের সঙ্গে মিয়ানমারের সীমান্ত দৈর্ঘ্য প্রায় ২৭১ কি.মি. যার মধ্যে ৬৩ কি.মি. জলসীমা। ভারতের সঙ্গে মিয়ানমারের সীমান্ত ২৮৩২ কি.মি. জুড়ে। মিয়ানমারের বার্ষিক বাজেট ৭.০৭ বিলিয়ন ডলার। সৈন্য সংখ্যা প্রায় সাড়ে পাঁচ লাখ; যা বিশ্বে ২৬তম সামরিক শক্তি।

মিয়ানমার তথা বার্মা ১৯৪৮ সালে ব্রিটিশ শাসন থেকে স্বাধীনতা লাভ করে। ১৯৪৮ সালে বার্মায় Union Citizenship Act প্রণয়ন করা হয়, যাতে বার্মাবাসীকে ৮টি আদিবাসী জাতিতে ভাগ করা হয়। কিন্তু রোহিঙ্গারা সেখানে অন্তর্ভুক্ত হয়নি। তবে রোহিঙ্গারা ১৮২৩ এর আগেই সেখানে বসবাস করত এমন প্রমাণ যারা দিতে পেরেছে, তাদের নাগরিক হিসেবে স্বীকৃতি দেয়া হয়। অনেক রোহিঙ্গা সে সময় সেই প্রমাণ দিতে সমর্থ হয়। ১৯৫১ সালে বাধ্যতামূলক রেজিস্ট্রেশন আইনের আওতায় রোহিঙ্গারা (১২ বছরের উর্দে) National Registration Card পায়, যা পরবর্তী সময়ে White Card হিসেবে পরিচিতি লাভ করে। ১৯৬২ সালে নে উইনের সামরিক ক্যু’-এর মধ্য দিয়ে ক্ষমতা দখলের পর থেকে এই কার্ড আর ইস্যু করা হয়নি। এতে করে নতুন প্রজন্মের রোহিঙ্গারা Identity Card থেকে বঞ্চিত হতে শুরু করে।

১৯৮২ সালের Citizenship Law রোহিঙ্গাদের নাগরিকত্ব পাওয়ার পথে বিরাট বাধা হয়ে দাঁড়ায়। এই আইনে তিন ধরনের নাগরিকত্ব ধারণা সৃষ্টি করা হয় যা আগে কখনোই ছিল না : পূর্ণ নাগরিক, এসোসিয়েট নাগরিক ও ন্যাচারালাইজড নাগরিক। এদের প্রত্যেক শ্রেণীর জন্য আলাদা-আলাদা সুযোগ-সুবিধা ভোগের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। একজন এসোসিয়েট নাগরিক তিনিই হবেন যিনি এই আইন প্রণয়নের আগে নাগরিকত্বের জন্য আবেদন করেছেন। একজন নোচারালাইজড নাগরিক হতে হলে তাকে প্রমাণ করতে হবে তার বাবা-মা বার্মার স্বাধীনতার আগেই এদেশে এসেছিলেন এবং তাদের যে কোনো একজন পূর্ণ নাগরিক। Full citizen তারা হবেন যারা বর্ণিত ৮টি আদিবাসী সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত। সেই সময়ই ১৩৫টি



গ্রুপের নাম প্রকাশ করা হয় যেখানে রোহিঙ্গারা নেই। পরবর্তীতে নানা অজুহাতে রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীকে নাগরিকত্বের তালিকা থেকে বাদ দেয়া হয়। কারণ ১৯৮২ সালে প্রণীত আইনটি ১৯৯০ সালের আগ পর্যন্ত প্রকাশ বা প্রচার করা হয়নি।

১৯৯৫ সাল থেকে সরকার রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীকে শুধুমাত্র White Card প্রদান করতে শুরু করে।

২০১৪ সালের সাধারণ নির্বাচনে White Card Holder দের ভোটাধিকার দেয়া হয়। তাতে তাদের মনে আশার সঞ্চার হয়েছিল যে তারা নাগরিকত্ব পাবেন। অবশ্য ১৯৯০ সালের নির্বাচনেও রোহিঙ্গাদের ভোটাধিকার দেয়া হয়েছিল। সামরিক জাভা সমর্থিত Union Solidarity and Development Party (USDP) White Card ধারীদের সহায়তায় Rakhine Nationalist Development Party (RNDP) কে পরাজিত করতে White Card Holder দের ভোটদানে উৎসাহিত করে। তাদের মধ্য থেকে একজন নিম্নকক্ষে প্রতিনিধিও নির্বাচিত হন, যার নাম শিওই মাওংগ।

তারপর ২০১৪ সাল থেকে White Card Holder দের সব রকমের রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড থেকে বিরত করা হয়। সে সময়

তাদেরকে White Card ফেরত দিতে বলা হয়। এ আহ্বানে সাড়া দিয়ে ৪ লাখ রোহিঙ্গা তাদের White Card জমা দেয় এবং তাদের শেষ পরিচয়টুকু থেকে বঞ্চিত হয়। সেই সঙ্গে নির্বাচন কমিশন শিওই মাওংগ-এর ২০১৫ নির্বাচনে Candidacy বাতিল করে।

**বিবাদের শুরু :** মোগল শাসনকর্তা আর রাজা বেইননাং-এর মধ্যকার বিবাদের কারণে ১৫৯৯ সালে বার্মার রাজধানী ভূমীভূত হয়। ১৫৩১ সালে মোগল শাসকরা বার্মার স্বাধীনতা ঘোষণা করে এবং এর আওতাধীন অঞ্চলগুলোর সম্প্রসারণ শুরু করে। বস্তুতপক্ষে তখন থেকেই বার্মায় মুসলমানের সংখ্যা বৃদ্ধি পায় এবং বৌদ্ধ ও মুসলিম বিরোধ দানা বাধতে শুরু করে। ১৭৮৫ সালের পর রাখাইন রাজ্য চট্টগ্রাম, বাংলা, আসাম ও মনিপুর পর্যন্ত বিস্তৃতি লাভ করেছিল। সে সময় ইংরেজ ও বার্মিজরা এ এলাকায় দ্বৈত শাসন পরিচালনা করত।

১৮১৪ সালের এ্যাংলো-বার্মা যুদ্ধের পর রাখাইন রাজ্য ব্রিটিশ ভারতের অংশে পরিণত হয়। ফলে ভারতের যে কোনো অঞ্চলের মানুষের যে কোনো জায়গায় যাতায়াত সহজতর হয়। এভাবেই রাখাইন এলাকায় মুসলমান জনসংখ্যার বৃদ্ধি ঘটতে থাকে। বস্তুত:পক্ষে রোহিঙ্গারা ১৮২৩ সালের আরও বহু আগে থেকেই আরাকানে বসবাস করে আসছে।







১৯৪২ সালে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চলাকালীন জাপানি সৈন্যরা বার্মায় এলে তাদের কাছে সু-চি'র বাবা জেনারেল অং সান গেরিলা যুদ্ধের প্রশিক্ষণ নেয়। তার সঙ্গে নে উইনও ছিল। সে সময়ে মুসলিম জনগোষ্ঠীর বেশিরভাগই জাপানের বিপক্ষে ব্রিটিশ বাহিনীর পক্ষে কাজ করেছে।

১৯৭৮ সালে সামরিক শাসক 'ড্রাগন হেড' নামক সামরিক অভিযান শুরু করলে ২ লাখ ৩০ হাজার রোহিঙ্গা মুসলমান বাংলাদেশে প্রবেশ করে। সে সময় বাংলাদেশের পররাষ্ট্র দফতর বার্মা থেকে নির্বাচিত জাতিসংঘ মহাসচিব উ-থান্টকে কাজে লাগিয়ে ২ লাখ ৫ হাজার রোহিঙ্গাকে বার্মায় ফেরত পাঠায়। ওই সময় যারা ফেরত গেল, বার্মা তাদেরকে কেন গ্রহণ করল এবং কেনইবা নাগরিকত্বের সুযোগ-সুবিধা দিল তা কোনো ব্যাখ্যায় পড়ে না। তারপর ১৯৯২ সালেও এমনি রোহিঙ্গা অনুপ্রবেশ ঘটে এবং তাদের বেশিরভাগ লোকজনকে ফিরিয়েও নেয় বার্মা। সরকারি হিসাব মতে, সে সময় ৩০ হাজার রোহিঙ্গার প্রত্যাবর্তন সম্ভব হয়নি।

বর্তমানে মিয়ানমার থেকে বলা হচ্ছে, ২৫ আগস্ট রাতে ৩০টি নিরাপত্তা চৌকিতে আক্রমণ চালায় আরসা বাহিনী। আরসা-আরাকান রোহিঙ্গা স্যালভেশন আর্মি-রোহিঙ্গাদের দ্বারা পরিচালিত একটি গ্রুপ; যাদের দ্বারা অতীতে এ ধরনের সহিংস কর্মকাণ্ড চালানোর কোনো ইতিহাস নেই। অথচ এই আক্রমণকে পুঁজি করে মিয়ানমার এ যাবৎকালের নিকৃষ্টতম অত্যাচারের উপাখ্যান রচনা করে চলেছে।

২০১৫ সালের সাধারণ নির্বাচনে অং সান সু চি'র দল ন্যাশনাল লিগ ফর ডেমোক্রেসি (NDL) দুই-তৃতীয়াংশ আসনে জয়লাভ করে ক্ষমতায় বসে। এটি ছিল মিয়ানমারের ইতিহাসে ২৫ বছরের মধ্যে সবচেয়ে অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচন। কিন্তু এ নির্বাচনে কোনো মুসলমান প্রার্থীকে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে দেয়া হয়নি।

সু চি নোবেল প্রাইজ গ্রহণ করেন ২০১২ সালের ১৬ জুন। প্রথা অনুসারে নোবেল প্রাইজ গ্রহণ করার সময় গ্রহীতাকে একটি লিখিত বক্তব্য প্রদান করতে হয়। সে দিনের সে বক্তব্য যা বিশ্ববাসীকে মন্ত্রমুগ্ধ করেছিল, তার সারসংক্ষেপ হলো- “বিশ্ব আজ স্বীকার করল যে বার্মার নির্ধাতিত, নিপীড়িত এবং বিচ্ছিন্ন জনগোষ্ঠীও বিশ্বের অবিচ্ছেদ্য অংশ।” তিনি দক্ষিণ আফ্রিকার অবিসংবাদিত নেতা নেলসন ম্যাণ্ডেলার পথ অনুসরণ করে বার্মার সব জাতিধর্মের মধ্যে বন্ধুত্বের সম্পর্ক গড়ে তোলবেন। তিনি নিজেকে মহাত্মা গান্ধীর অনুসারী হিসেবেও দাবি করেন।

আজ মিয়ানমারের দিকে তাকালে যে দৃশ্য চোখে পড়ে তা যেকোনো বিবেকবান মানুষকে বিস্মিত না করে পারে না। লাখ লাখ নারী-শিশু-বৃদ্ধ প্রাণভয়ে রাখাইন ছেড়ে বাংলাদেশে প্রবেশ করছে। তাদের চোখে-মুখে আতংকের ছাপ। কোনো কোনো রিপোর্টে প্রকাশ, রোহিঙ্গা শরণার্থী নারীদের অনেকেই ধর্ষণের শিকার। জাতিগত সহিংসতার শিকারের ঘটনা বিরল নয়, তবে একটি নিরস্ত্র জনগোষ্ঠীকে এমনভাবে দেশান্তরী করার ঘটনা খুব বেশি একটা নেই।



মিয়ানমারের এই বর্বরোচিত ঘটনাকে আরও নিন্দনীয় করে তুলেছে রোহিঙ্গাদের চলাচলের পথে মাইন পোঁতার ঘটনা। একটি নিরস্ত্র জনগোষ্ঠীকে মাইন বিস্ফোরণের মধ্য দিয়ে হত্যা করার উদাহরণ খুব বেশি খুঁজে পাওয়া যাবে না। আগে মাইন ব্যবহার হতো শুধুমাত্র যুদ্ধক্ষেত্রে। আর এ মাইন ব্যবহার জাতিসংঘ কর্তৃক নিষিদ্ধ ঘোষিত হয়েছে বহু বছর আগে। অথচ মিয়ানমার এ মাইন ব্যবহার করছে তাদের দেশের একটি সম্প্রদায়কে নিশ্চিহ্ন করতে। একটি মাইন তৈরির খরচ পড়ে মাত্র ১০ ডলারের মতো। অথচ এই মাইনটি তুলে নিষ্ক্রিয় করতে খরচ পড়ে হাজার ডলারের বেশি।

রোহিঙ্গা সমস্যাটি নানামাত্রিক। এখানে আছে বাণিজ্যিক স্বার্থ, আছে সামরিক ইস্যু, আছে ভূ-রাজনৈতিক প্রসঙ্গ, আছে কূটনৈতিক মারপ্যাঁচ। মিয়ানমারের সঙ্গে বেশ কতগুলো শক্তিশালী ও গুরুত্বপূর্ণ দেশের বন্ধুত্ব রয়েছে। কমিউনিস্ট উত্তর কোরিয়ার সঙ্গে যেমন বন্ধুত্ব আছে, তেমনি আছে মধ্যপ্রাচ্যের দেশ সিরিয়ার সঙ্গে।

মিয়ানমারের প্রধান বিনিয়োগকারী দেশ চীন। আরাকান বা রাখাইন রাজ্যের ভেতর দিয়ে চীন ভারত মহাসাগরে তাদের অবস্থান সুদৃঢ় করতে চায়। রাখাইন রাজ্যের ক্যাউকফির সমুদ্রবন্দরের বাণিজ্যের শতকরা ৮৫ ভাগ শেয়ার নিতে চায় চীন। তাছাড়া ক্যাউকফিউ থেকে চীনের দক্ষিণাঞ্চলের কুনমিং পর্যন্ত অপরিশোধিত জ্বালানি তেলের

পাইপলাইন বসাতে চুক্তি করেছে চীন, যা ক্যাউকফিউতে ১০ বিলিয়ন ডলারের বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল গড়ে তোলার পরিকল্পনার অংশ। এছাড়া চীনের ইউনান প্রদেশ ও মিয়ানমারের মধ্যে রেল যোগাযোগের পরিকল্পনা রয়েছে চীনের।

পাকিস্তানের সঙ্গেও মিয়ানমারের সম্পর্ক ভালো। পাকিস্তানের জেএফ-১৭ বিমান ক্রয়ের চুক্তি নিয়ে মিয়ানমার-পাকিস্তান আলোচনা এগিয়ে চলেছে বলে জানা যায়। এটি হবে মিয়ানমার-পাকিস্তানের যৌথ প্রচেষ্টার ফসল। এর ভেতর দিয়ে পাকিস্তান মিয়ানমারে পশ্চিমা শক্তির প্রভাব খর্ব করতে চায়।

পত্রিকান্তরে প্রকাশ, সম্প্রতি মিয়ানমার ইসরাইল থেকে ১০০টি ট্যাংক ক্রয় করেছে। অর্থাৎ ইসরাইলের সঙ্গে মিয়ানমারের সম্পর্ক বেশ ভালো।

আশার কথা, বিশ্ব-বিবেক জেগে উঠতে শুরু করেছে। বাংলাদেশ সরকার প্রয়োজনীয় সবকিছুই করে যাচ্ছে। তবে, যেহেতু এ সমস্যার বীজ অনেক গভীরে উণ্ড, এর সমাধানও খুব কম সময়ে পাওয়া যাওয়ার সম্ভাবনা নেই।

লেখক:

সাবেক অধিকর্তা, জাতিসংঘ তথ্য কেন্দ্র ঢাকা





# টেকসই উন্নয়নের জন্য অংশীদারিত্ব

সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা পূরণে বাংলাদেশ দারিদ্র্য দূরীকরণ ও মানব উন্নয়নে বেশ সফলতা দেখিয়েছে। অর্থনৈতিক ও সামাজিক অগ্রগতির ক্ষেত্রে বাংলাদেশের এমন সফলতা অনেক পর্যবেক্ষকের কাছেই অবিস্বাস্য চমক বলে মনে হয়েছে। উন্নয়নের বাঁধা হিসেবে অনেক প্রতিবন্ধকতা ছিল। ২০০০ থেকে ২০১৫ সালের মধ্যে বেশিরভাগ সময়ই দেশে রাজনৈতিক অস্থিরতা ও অনিশ্চয়তা যেমন ছিল তেমনি ক্রমবর্ধমান সহিংসতা, প্রাকৃতিক দুর্যোগ, সম্পদের স্বল্পতা, আয় ও সুযোগের বৈষম্য, ভঙ্গুর প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো, দুর্নীতি ও দুর্বৃত্তায়ন বেশ ভুগিয়েছে নীতিনির্ধারকদের। এসব প্রতিবন্ধকতা ও ঝুঁকি সত্ত্বেও গত দেড় দশকে বাংলাদেশের জনগণের জীবন-জীবিকায় ব্যাপক অগ্রগতি ঘটেছে।

২০০০ থেকে ২০১৫ সাল পর্যন্ত চলা জাতিসংঘ ঘোষিত মিলেনিয়াম ডেভেলপমেন্ট গোল-এমডিজি বা সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে আমাদের যথেষ্ট সাফল্য রয়েছে। এ সাফল্য একদিনের নয়, অনেক দিনের। এমডিজিতে মোট আটটি গোল নির্ধারিত ছিল। তার মধ্যে চার থেকে পাঁচটি লক্ষ্যমাত্রা পূরণে বাংলাদেশ ভালো সাফল্য দেখিয়েছে। যেমন মাতৃমৃত্যুর হার, শিশু মৃত্যুর হার, স্কুলে মেয়েদের উপস্থিতির হারসহ এমডিজির বেশ কয়েকটি সামাজিক উন্নয়ন খাতে আমরা বেশ সফল। এমডিজি ট্র্যাক গ্লোবাল ইনডেক্স দ্বারা প্রকাশিত এক বিশ্লেষণে দেখা গেছে, ১৪০টি দেশের মধ্যে মাত্র ৬টি দেশ এমডিজি ৭০ শতাংশ থেকে ৭৭ শতাংশের মধ্যে বাস্তবায়ন করতে পেরেছে। ১৮টি দেশ এমডিজি বাস্তবায়ন করতে পেরেছে ৬০ শতাংশ থেকে



৬৯ শতাংশের মধ্যে, ৩০টি দেশ এমডিজি ৫০ শতাংশ থেকে ৫৯ শতাংশের মধ্যে বাস্তবায়ন করতে পেরেছে এবং বাকি ৮৬টি দেশের এমডিজি বাস্তবায়নের হার ৫০ শতাংশের কম।

এমডিজির ৮টি লক্ষ্যের সঙ্গে ১৮টি টার্গেট ছিল। বাংলাদেশের অবস্থান যদি আমরা বিবেচনা করি, তাহলে দেখা যাবে এমডিজির মোট ৫৩ শতাংশ লক্ষ্য পূরণ করা গেছে। যেখানে পশ্চিমবর্তী দেশ ভারত করেছে ৪৩ শতাংশ আর পাকিস্তান করতে পেরেছে ৩৪ শতাংশ।

এমডিজির লক্ষ্যগুলোর মধ্যে বাংলাদেশ প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিশুদের শতভাগ ভর্তির টার্গেট পূরণ করতে পেরেছে। ২০১৫ সালের হিসাবে প্রাথমিকে শিশু ভর্তির হার ছিল ৯৮ শতাংশ। এক্ষেত্রে বাংলাদেশ পাকিস্তান, ভুটান ও আফগানিস্তানকে ছাড়িয়ে গেছে।

সাক্ষরতার টার্গেট ছিল শতভাগ। ১৫ থেকে ২৪

বছর বয়সী নারী-পুরুষের মধ্যে সাক্ষরতার

হার ২০১৫ সালে ৭৫ দশমিক ৪ শতাংশ

হয়েছে। যা ভারত ও পাকিস্তানের

চেয়ে ভাল। নারীর ক্ষমতায়ন

এবং লিঙ্গভিত্তিক সমতা অর্জনের

লক্ষ্যের ক্ষেত্রেও সাফল্য দেখিয়েছে

বাংলাদেশ। প্রাথমিক ও

মাধ্যমিক শিক্ষায় লিঙ্গ সমতা

নিশ্চিত করা গেছে।

এমনকি উভয়ক্ষেত্রে

ছেলেদের তুলনায়

মেয়েদের সংখ্যা

এখন বেশি।

মাধ্যমিক পর্যায়ে

লিঙ্গ সমতার

ক্ষেত্রে বাংলাদেশ

এখন দক্ষিণ

এশিয়ার শীর্ষে

অবস্থান করছে। তবে

উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে লিঙ্গ

সমতার টার্গেট এখনও পূরণ

হয়নি। উচ্চশিক্ষায় বর্তমানে

ছেলে-মেয়ের অনুপাত ১:০.৬৫।

কৃষি বাদে অন্যান্য খাতে নারীর মজুরি হারের ক্ষেত্রে এমডিজিতে বাংলাদেশের অবস্থান ভারত, পাকিস্তান, নেপাল এবং ভুটানের চেয়েও ভাল। নবজাতক ও পাঁচ বছর বয়সী শিশু মৃত্যুর হার কমানোর ক্ষেত্রে ভারত ও পাকিস্তানকে পেছনে ফেলেছে বাংলাদেশ। প্রতি এক হাজার নবজাতকের মধ্যে মৃত্যুহার ৩১ জনে নামিয়ে আনার টার্গেট ঠিক করা হয়েছিল। ২০০০ সালে যেখানে মৃত্যুহার ৯২ ছিল সেখানে ২০১৫ তে তা ২৯ জনে নেমে এসেছে। পাঁচ বছরের কম বয়সী শিশু মৃত্যুহার কমে ১৪৬ জন থেকে প্রতি এক হাজারে ৩৬ জন হয়েছে। এমডিজিতে এই টার্গেট ছিল ৪৮ জন। তবে মাতৃ-স্বাস্থ্যের উন্নতির টার্গেটগুলোর ক্ষেত্রে কিছুটা পিছিয়ে রয়েছে বাংলাদেশ। মাতৃমৃত্যু হার

প্রতি হাজারে ১৪৩ জনে নামিয়ে আনার টার্গেট থাকলেও বাংলাদেশে এ হার এখনও ১৮১ জন। সেসাথে গর্ভনিরোধক পদ্ধতির ব্যবহার, দক্ষ স্বাস্থ্যকর্মীর দ্বারা সন্তান প্রসব, গর্ভকালীন মাতৃস্বাস্থ্য পরিচর্যার নির্ধারিত টার্গেট অর্জনে বাংলাদেশ এখনও পিছিয়ে রয়েছে।

ম্যালেরিয়ায় মৃত্যুহার কমানো এবং ৫ বছরের কম বয়সী শিশুদের কীটনাশক যুক্ত মশারির ব্যবহার এবং যক্ষ্মা শনাক্তকরণ ও সরাসরি তত্ত্বাবধানে মাধ্যমে ওষুধ প্রয়োগের মাধ্যমে যক্ষ্মা নিরাময়ের হার বৃদ্ধি ইত্যাদির জন্য এমডিজি নির্ধারিত টার্গেট বাংলাদেশ পূরণ করতে পেরেছে। সেসাথে এইচআইভি এইডস প্রতিরোধের ক্ষেত্রে বাংলাদেশের প্রচেষ্টা দক্ষিণ এশিয়ায় শীর্ষে রয়েছে। এমডিজির এ

লক্ষ্যগুলো শুধুমাত্র স্বল্পোন্নত দেশের জন্য প্রযোজ্য ছিল।

কিন্তু সময়ের পরিবর্তনে বিশ্ব নেতৃবৃন্দ সারা দুনিয়া

থেকে দারিদ্র নিমূর্ণের বিষয়টি জোরালোভাবে

অনুভব করতে শুরু করে। এমন

প্রেক্ষিতে ২০১৫ সাল থেকে শুরু হয়

সাসটেইনেবল ডেভেলপমেন্ট গোল

বা টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা

অর্জনের কাজ। ১৯৩টি দেশ

১৭টি লক্ষ্যের বিষয়ে একমত

হয়। তাদের শোগান, কেবল

উন্নয়ন নয়, একে টেকসই

হতে হবে। যা সামগ্রিক

অর্থনৈতিক উন্নয়নকে

নির্দেশ করে। যে

১৭টি লক্ষ্যে ঠিক

করা হয় তারমধ্যে

রয়েছে, ১. দারিদ্র

বিমোচন: সর্বত্র

সব ধরনের দারিদ্র

নির্মূল করা; ২.

ক্ষুধামুক্তি: ক্ষুধামুক্তি

খাদ্যনিরাপত্তা ও উন্নত

পুষ্টির লক্ষ্য অর্জন এবং

টেকসই কৃষি ব্যবস্থা চালু; ৩.

সুস্বাস্থ্য: স্বাস্থ্যকর জীবনযাপন নিশ্চিত

করা এবং সব বয়সের সবার কল্যাণে কাজ করা;

৪. মানসম্মত শিক্ষা: অন্তর্ভুক্তিমূলক ও সমতাভিত্তিক মানসম্মত শিক্ষা

নিশ্চিত এবং সবার জন্য আজীবন শিক্ষার সুযোগ তৈরি করা; ৫.

লিঙ্গসমতা: লিঙ্গসমতা অর্জন এবং সব নারী ও মেয়ের ক্ষমতায়ন

করা; ৬. সুপেয় পানি ও পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থা: সবার জন্য পানি

ও পয়ঃনিষ্কাশনের সহজপ্রাপ্যতা ও টেকসই ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত

করা; ৭. নবায়নযোগ্য ও ব্যয়সাধ্য জ্বালানি: সবার জন্য ব্যয়সাধ্য,

টেকসই ও আধুনিক জ্বালানি সুবিধা নিশ্চিত করা; ৮. কর্মসংস্থান

ও অর্থনীতি: সবার জন্য দীর্ঘমেয়াদি, অন্তর্ভুক্তিমূলক অর্থনৈতিক

প্রবৃদ্ধি, পূর্ণাঙ্গ ও উৎপাদনশীল এবং উপযুক্ত কাজের সুবিধা নিশ্চিত

করা; ৯. উদ্ভাবন ও উন্নত অবকাঠামো: দীর্ঘস্থায়ী অবকাঠামো তৈরি,

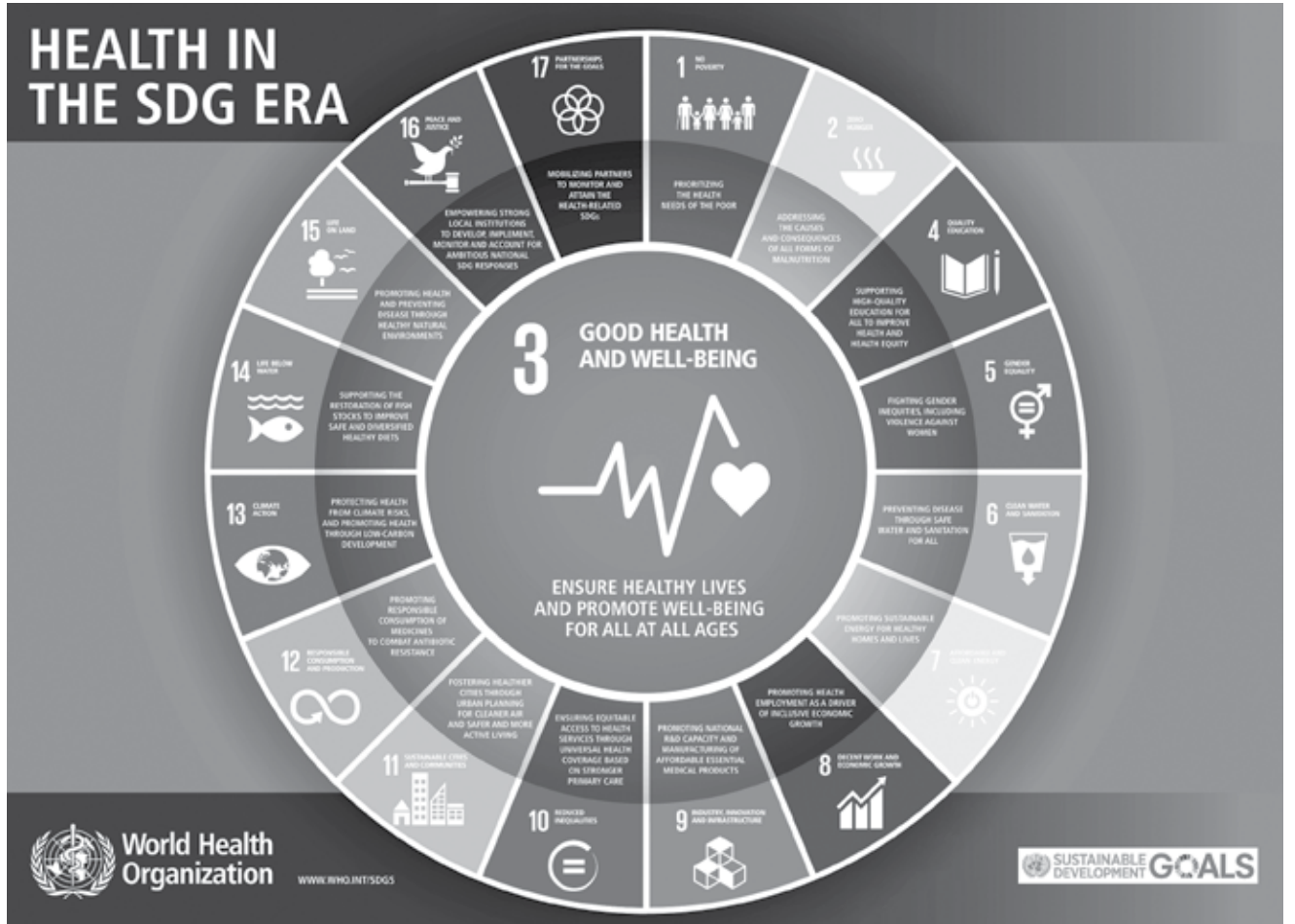




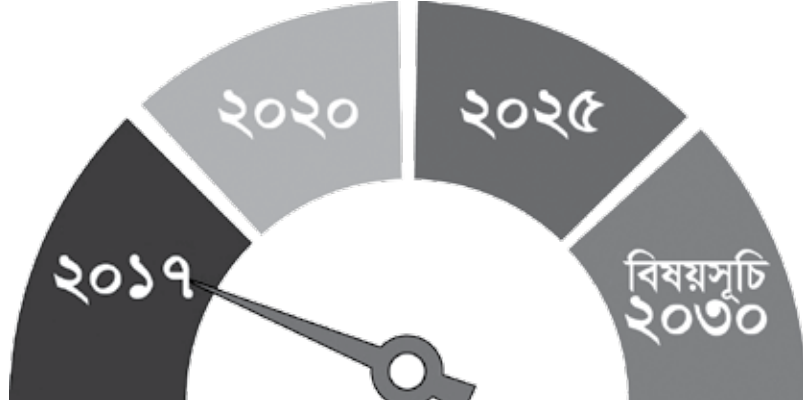
অন্তর্ভুক্তিমূলক ও টেকসই শিল্পায়ন এবং উদ্ভাবন উতসাহিত করা; ১০. বৈষম্য হ্রাস: দেশের অভ্যন্তরে ও আন্তঃরাষ্ট্রীয় বৈষম্য হ্রাস করা; ১১. টেকসই নগর ও সম্প্রদায়: নগর ও মানববসতিগুলোকে অন্তর্ভুক্তিমূলক, নিরাপদ, দীর্ঘস্থায়ী ও টেকসই করে তোলা; ১২.

সম্পদের দায়িত্বপূর্ণ ব্যবহার: টেকসই ভোগ ও উৎপাদন রীতি নিশ্চিত করা; ১৩. জলবায়ু বিষয়ে পদক্ষেপ: জলবায়ু পরিবর্তন ও এর প্রভাব মোকাবেলায় জরুরি পদক্ষেপ গ্রহণ করা; ১৪. টেকসই মহাসাগর: টেকসই উন্নয়নের জন্য মহাসাগর, সাগর ও সামুদ্রিক সম্পদের সংরক্ষণ এবং সেগুলোর টেকসই ব্যবহার করা; ১৫. ভূমির টেকসই ব্যবহার: পৃথিবীর প্রতিবেশ ব্যবস্থার সুরক্ষা, পুনর্বহাল ও টেকসই ব্যবহার করা, টেকসইভাবে বন ব্যবস্থাপনা, মরুভূমি রোধ, ভূমিক্ষয় রোধ ও বন্ধ করা এবং জীববৈচিত্র্যের ক্ষতি রোধ করা; ১৬. শান্তি, ন্যায়বিচার ও কার্যকর প্রতিষ্ঠান: টেকসই উন্নয়নের জন্য শান্তিপূর্ণ ও অন্তর্ভুক্তিমূলক সমাজ তৈরি, সবার জন্য ন্যায়বিচারের সুযোগ প্রদান করা এবং সর্বস্তরে কার্যকর, জবাবদিহিমূলক ও অন্তর্ভুক্তিমূলক প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা; এবং ১৭. টেকসই উন্নয়নের জন্য অংশীদারিত্ব: বাস্তবায়নের উপায়গুলো জোরদার এবং টেকসই উন্নয়নের জন্য বৈশ্বিক অংশীদারিত্ব পুনরুজ্জীবিত করা।

এ লক্ষ্যগুলো ২০৩০ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে পূরণ করতে হবে। কারণ দারিদ্র্য দূরীকরণ, খাদ্যনিরাপত্তা, পুষ্টিমান উন্নয়ন, স্বাস্থ্যমান অর্জন, মানসম্পন্ন শিক্ষার সুযোগ সৃষ্টি, নারীর সর্বজনীন ক্ষমতায়ন, নিরাপদ পানি ও স্যানিটেশন, জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবেলাসহ শান্তিপূর্ণ ও অংশগ্রহণমূলক সমাজ, সবার জন্য ন্যায়বিচার, সর্বস্তরে কার্যকর, জবাবদিহি ও অংশগ্রহণমূলক প্রতিষ্ঠান







গড়ে তোলা এ শর্তগুলো বাংলাদেশের অর্থনীতির সঙ্গে সংযুক্ত। যদিও এ লক্ষ্যমাত্রা পূরণে ১৫ বছর খুব বেশি সময় না। এখনো বাংলাদেশের মানুষের শিক্ষার হার বা জিডিপি প্রবৃদ্ধির ইতিবাচক ধারা গড়ে উঠেনি। সবার জন্য ন্যায্যতাভিত্তিক ও মানসম্পন্ন শিক্ষার সুযোগ নিশ্চিতকরণে এ লক্ষ্যমাত্রা পূরণে শিক্ষা খাতে বিনিয়োগ বাড়াতে হবে। শিক্ষকের মান উন্নয়ন করতে হবে। দেখতে হবে শিক্ষার্থীর পেছনে যে অর্থ ব্যয় করা হচ্ছে, তাতে তারা সত্যিকার অর্থে শিক্ষিত হচ্ছে কিনা। এজন্য বারবার গুণগত শিক্ষা, গুণগত স্বাস্থ্যসেবার কথা বলা হচ্ছে। আমরা সব মানুষের দারিদ্র্য বিমোচনের কথা বলছি, গ্রামীণ অবকাঠামো সংস্কারের টাকা দিচ্ছি, মানুষকে কাজের সুযোগ দিচ্ছি, কিন্তু সে সুযোগের দ্বারা দারিদ্র্য ব্যক্তিটির টেকসই ও সার্বিক উন্নতি হলো কিনা কিংবা কতটুকু হলো, তা বিবেচ্য। প্রদত্ত সুযোগের দ্বারা দরিদ্র মানুষগুলোর শ্রমকে আমরা কেনাবেচা করছি। তাকে দারিদ্র্য থেকে বের হয়ে আসতে বলার কারণ হচ্ছে, আমরা ব্যক্তিটিকে কর্মক্ষম হতে বলছি, তাকে কর্মক্ষম পেতে চাই। যাতে তিনি তার দক্ষতা-যোগ্যতাগুলোর মাধ্যমে নিজের আত্মসম্মান বজায় রেখে চলতে পারেন। ব্যক্তিটি ভাত খেতে পারছেন কিংবা তার

কোনো অভাব নেই, এর মানে তার দারিদ্র্য দূর হয়ে গেছে দারিদ্র্য বিমোচন মানে এটা নয়।

এসডিজি মূলত মিলেনিয়াম ডেভেলপমেন্ট গোল বা এমডিজির পরবর্তী ধাপ। একে আমরা এমডিজির উত্তরাধিকারও বলতে পারি। এমডিজির ক্ষেত্রে লক্ষ্য ছিল স্বল্পোন্নত দেশগুলোর ক্ষেত্রে ক্ষুধা-দারিদ্র্যের হার অর্ধেক নায়ে আনা, কিন্তু এসডিজির লক্ষ্য হলো এগুলোকে সম্পূর্ণভাবে নিরূল করা। এ ছাড়া এমডিজির লক্ষ্য ছিল শিক্ষার ক্ষেত্রে এর বিস্তার ঘটানো, কিন্তু এসডিজির ক্ষেত্রে লক্ষ্য হলো শিক্ষার মানোন্নয়ন, যা অর্জন করা হবে অনেক দুরূহ। উপরন্তু, এসডিজির সবচেয়ে অনুপ্রেরণামূলক লক্ষ্য হলো কেউ যেন বাদ না পড়ে এবং সবচেয়ে দরিদ্রতম ব্যক্তিও যেন এতে অন্তর্ভুক্ত হয়, যা অর্জনের জন্য আরও দুরূহ প্রতিবন্ধকতা কাটিয়ে উঠতে হবে।

তাই এসডিজির যুগে বাংলাদেশকে তার উন্নয়ন চমকের পুনরাবৃত্তি করতে হলে আগামী দিনে বহু পরিবর্তন ও সংস্কার করতে হবে, যার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হতে হবে সুশাসনের ঘাটতি পূরণের মতো বিষয়টি।

সায়ফুল হুদা







# মানবতার টানে পিএসটিসি: রোহিঙ্গা



আর দশ পাঁচটা দিনের মতো এ বছরের ২৫ আগস্টের দিনটাও একই রকম ছিল। ঋতু চক্রে বর্ষার কারণে সকাল থেকেই বৃষ্টি হচ্ছিলো। যদিও আগে থেকেই মিয়ানমারের রাখাইন রাজ্যে রোহিঙ্গাদের উপর অত্যাচার-নির্যাতনের খবর শোনা যাচ্ছিল। অনুপ্রবেশকারী ঠেকাতে সচেষ্ট ছিল বাংলাদেশের সীমান্তরক্ষী বাহিনী। কিন্তু বেলা বাড়ার সাথে সাথে পাল্টে যায় দৃশ্যপট। একজন-দুইজন নয় এ যেন হাজার মানুষের ঢল। কারো কোলে বাচ্চা, কারো কাঁধে বৃদ্ধ বাবা-মা। যে যেমন করে পারছে, সেই বৃষ্টিতে দিনে জীবন বাঁচাতে ছুটে আসছে বাংলাদেশ সীমান্তের দিকে। এমন করেই গত ২৫ আগস্টের বর্ণনা দিচ্ছিলেন টেকনাফের স্থানীয় বাসিন্দা আবদুল। মিয়ানমার সেনাবাহিনীর অত্যাচারে গত ২৫ আগস্ট থেকে এখন পর্যন্ত প্রায় পাঁচ লক্ষ রোহিঙ্গা তাদের দেশ ত্যাগ করে বাংলাদেশের কক্সবাজার জেলার টেকনাফ এবং উখিয়া উপজেলায় আশ্রয় নিয়েছে।

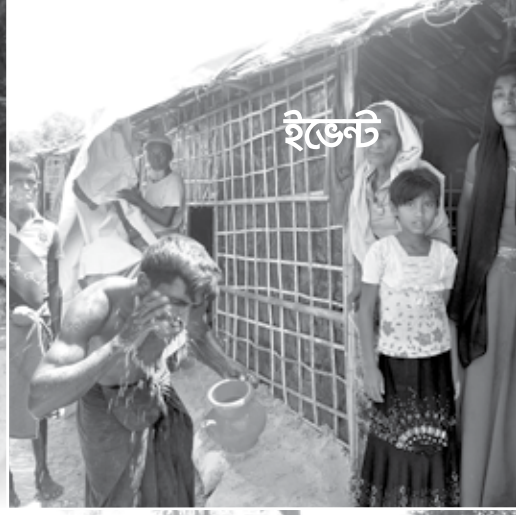
বাংলাদেশে রোহিঙ্গা অনুপ্রবেশের ঘটনা এটাই প্রথম নয়। এর আগে আশি দশকের দিকে আরো প্রায় পাঁচ লক্ষ রোহিঙ্গা জীবন বাঁচাতে এদেশে আশ্রয় নিয়েছে। যাদের অবস্থান কক্সবাজারের ইউএনএইচসিআর ক্যাম্প। দুই দফায় মিয়ানমার থেকে আসা রোহিঙ্গাদের সংখ্যা নিয়ে বেশ তর্ক রয়েছে। ইউএনএইচসিআরের হিসাবে বাংলাদেশে এখন মোট রোহিঙ্গার সংখ্যা ১০ লাখ। যদিও বেসরকারি হিসাবে এ সংখ্যা ১২ লাখের কম না। যুক্তি হিসাবে তারা বলছেন, অনেকেই বাংলাদেশে প্রবেশ করে ক্যাম্পে থাকছেন না। বরং বাইরে থাকা তাদের আত্মীয় বা বন্ধু-বান্ধবদের সাথে চলে যাচ্ছেন। এমনকি করছেন না নাম রেজিস্ট্রি পর্যন্ত। এদিকে পুরনো যারা রোহিঙ্গা বাংলাদেশে ছিলেন তাদের জন্য বিশ্ব সাহায্য প্রায় শেষের দিকে চলে আসছিলো। এমন অবস্থায় ইউএনএইচসিআর এবং আইএমও তাদের কার্যক্রম সংকুচিত করে নিয়ে আসতে শুরু করে। এমন পরিস্থিতিতেই আবার শুরু হয় রোহিঙ্গাদের নতুন আগমন।

মিয়ানমার সরকার রোহিঙ্গাদের তাদের দেশের নাগরিক হিসাবে মানতে নারাজ। তাদের বক্তব্য রোহিঙ্গারা আসলে বাংলাদেশী। কিন্তু ইতিহাস বলে, রোহিঙ্গারা মোগল আমল থেকেই মিয়ানমারের রাখাইন রাজ্যে বাস করে আসছিল।

রোহিঙ্গা নিয়ে এমন সমস্যায় সারা বিশ্বের নজর এখন বাংলাদেশের দিকে। এমনটিই







# হিসাদের জন্য জরুরী স্বাস্থ্য সেবা

বাংলাদেশের জনসংখ্যা অনেক বেশি। কিন্তু মানবতার কারণে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী তাদের জীবন বাঁচাতে বাংলাদেশে প্রবেশের অনুমতি দেন। যে যার মতো সামর্থ নিয়ে খোলা আকাশের নিচে আশ্রয় নেয়া এই রোহিঙ্গাদের সাহায্যার্থে এগিয়ে আসে। সাহায্য আসতে শুরু করে সারা বিশ্ব থেকেও। আশ্রয় কেন্দ্রগুলিতে রোহিঙ্গাদের নিয়ে যে সব সমস্যার সূত্রপাত হয়েছে তা শুধু নিরাপত্তাই নয়। আছে খাবার ও চিকিৎসার সমস্যা। যদিও বাংলাদেশ সরকার এবং আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলির আন্তরিকতার কোন ঘাটতি নেই, তারপরও এতোগুলো মানুষের থাকা, খাওয়া এবং চিকিৎসার সমাধান করা অনেক বড় ব্যাপার।

নতুন এবং পুরোনো প্রায় দশ লাখ রোহিঙ্গা শরণার্থীদের মধ্যে প্রায় অর্ধেকই শিশু, যাদের বেশীর ভাগ আবার অপুষ্টিতে ভুগছে। শিবিরে সার্বিক পারিপার্শ্বিকতা তাদের জন্য হুমকি স্বরূপ।

স্বাস্থ্যকর্মীরা বলছেন যে কোন সময় একটি বড় ধরনের ব্যাধি ছড়িয়ে পড়তে পারে। যার মধ্যে ডায়রিয়া এবং ইনফ্লুয়েঞ্জা অন্যতম। শিশুরা ছাড়াও রয়েছে গর্ভবতী মহিলা এবং বয়স্কিকাল পার করছে এমন অনেক মেয়ে। তাদেরও প্রয়োজনীয় স্বাস্থ্যসেবার ঘাটতি রয়েছে যা বাংলাদেশ সরকারের পক্ষে একা পূরণ করা সম্ভব নয়। অনেক কিছুই করা হচ্ছে কিন্তু খুবই বিচ্ছিন্নভাবে। ইউএনএইচসিআর, ইউনিসেফ, ইউএনএফপিএ এবং অন্যান্য জাতিসংঘ সংস্থার কাজও এই ক্ষেত্রে কম পড়ে যাচ্ছে। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সাহায্য সংস্থাগুলি তাদের হাত বাড়িয়ে দিয়েছে। নিজেদের কাজের সাথে সামঞ্জস্য রেখে পপুলেশন সার্ভিসেস এন্ড ট্রেনিং সেন্টার-পিএসটিসি এই রোহিঙ্গাদের স্বাস্থ্য সেবা দিতে ইমার্জেন্সী রেসপন্স টিম গঠন করেছে। সংস্থার কর্মচারী এবং গভর্নিং বডির সদস্যদের স্বতঃস্ফূর্ত সাহায্যে গড়ে তোলা ইমার্জেন্সি ফান্ডের মাধ্যমে উখিয়ার বালুখালিতে শুরু হয়েছে ইমার্জেন্সী হেলথ ক্যাম্প। যেখানে রয়েছেন একজন ডাক্তার, একজন প্যারামেডিক এবং চারজন সেবাকর্মী।

গত ২২ সেপ্টেম্বর থেকে প্রতিদিনে এই ক্যাম্পের মাধ্যমে প্রায় ৭০ থেকে ৮০ জন শিশু ও মহিলাকে স্বাস্থ্য সেবা প্রদান করা হচ্ছে।

সায়ফুল হুদা







## সংযোগ প্রকল্প কার্যক্রমের উদ্বোধন চট্টগ্রাম ও যশোরে

পাশুলেশন সার্ভিসেস এন্ড ট্রেনিং সেন্টার (পিএসটিসি) কর্তৃক পরিচালিত সংযোগ প্রকল্পের উদ্বোধনী অনুষ্ঠান গত ২৭শে সেপ্টেম্বর চট্টগ্রামের জেলা প্রশাসকের সম্মেলন কক্ষে অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে উপস্থিত প্রধান অতিথি চট্টগ্রাম জেলা প্রশাসক মো: জিল্লুর রহমান চৌধুরী বলেন, ধর্মীয় অনুশাসন মেনে চললে এইডস নামের মহামারী রোগ থেকে বাচা সম্ভব। ধর্মীয় বিধি নিষেধ লংঘন করে, অনেক নারীদের হোটেল ও যৌন পল্লীতে বিক্রি করে দেয়া হয় তাদের কাছে যারা যান তারাও নিরাপদ আচরণ সম্পর্কে জানেনা।

পিএসটিসি'র নির্বাহী পরিচালক ড. নূর মোহাম্মদ এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় স্বাগত বক্তব্য রাখেন সংযোগ প্রকল্পের জেলা সমন্বয়কারী সুমিত্রা তঞ্চঙ্গ্যা। সংযোগ প্রকল্পের প্রাথমিক ম্যানেজার ডা: লুতফুন নাহার সংযোগ প্রকল্প নিয়ে একটি ধারণাপত্র উপস্থাপন করে বলেন, এটি বাংলাদেশে এইচআইভি ঝুঁকিতে থাকা তরুণ জনগোষ্ঠীর জন্য উন্নত যৌন ও প্রজনন অধিকার সুরক্ষায় একটি কর্মসূচী। ১৫ থেকে ২৪ বছর বয়সীরা ঝুঁকিপূর্ণ হিসেবে এই কর্মসূচীর লক্ষিত জনগোষ্ঠী।

অনুষ্ঠানে অন্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন সিভিল সার্জন ডা: মোহাম্মদ আজিজুর রহমান সিদ্দিকী, তিনি বলেন, রোহিঙ্গাদের মাঝে এইচআইভি পজিটিভ রোগী লক্ষ করা যাচ্ছে, রোহিঙ্গা যুবদের নিয়ে এইচআইভি এইডস নিয়ে সচেতনতামূলক কার্যক্রম পরিচালনা করা যেতে পারে। পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরের উপপরিচালক ডা: উথে উইন সংযোগ প্রকল্পের এই উদ্যোগকে সাধুবাদ জানান এবং তার

পক্ষ থেকে সহযোগিতা করার আশ্বাস দেন।

অনুষ্ঠানে আরো উপস্থিত ছিলেন পিএসটিসি টিম লিডার ডা: মাহবুবুল আলম, অতিরিক্ত উপপরিচালক পরিবার পরিকল্পনা ডা: সুব্রত কুমার চৌধুরী, ডেপুটি সিভিল সার্জন ডা: মোহাম্মদ হুমায়ুন কবির, মেডিক্যাল অফিসার ডা: মোহাম্মদ নুরুল হায়দার, ডা: মোহাম্মদ ওয়াজেদ চৌধুরীসহ বিভিন্ন এনজিও প্রতিনিধিবৃন্দ।

### যশোর

এদিকে যশোরে ২৯ আগস্ট জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে পিএসটিসি-র সংযোগ প্রকল্পের আনুষ্ঠানিক যাত্রা শুরু হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন জেলা প্রশাসক মো: আশরাফ উদ্দিন। বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন মো: আনিসুর রহমান, বিপিএম, পিপিএম (বার), এসপি, যশোর এবং ডা: গোপেন্দ্রনাথ আচার্য, সিভিল সার্জন, যশোর।

সংযোগ প্রকল্পের যশোর জেলা সমন্বয়কারী প্রিয়দর্শন মন্ডল, সমাজের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গ, পিএসটিসির সংযোগ প্রকল্পের সকল স্টাফ এবং টার্গেট গ্রুপের তরুণ-তরুনীরা এ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।

পিএসটিসির সংযোগ এইচআইভি/এইডস-এর জন্য ঝুঁকিপূর্ণ তরুণ জনগোষ্ঠীর যৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্যের উন্নয়নে যশোরসহ ৭টি জেলায় কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে। এছাড়াও সংযোগ কার্যকরী গবেষণা কার্যক্রমের মাধ্যমে ঝুঁকিপূর্ণ তরুণ জনগোষ্ঠীর যৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্য সম্পর্কিত তথ্য প্রমাণ ভিত্তিক জ্ঞান বিকাশে অবদান রাখছে।



তরুণ বন্ধুরা, জীবনে একটা বয়স আসে যেটিকে আমরা বলি টিনএজ বা বয়ঃসন্ধিকাল। মূলত: ১৩ থেকে ১৯ বছর বয়সকে বলা হয় টিন এজ। এসময় শরীরে বা মনে এমন কিছু পরিবর্তন আসে, যা কাউকে বলা যায় না। আবার সঠিক জানার অভাবের কারণে পড়তে হয় বিড়ম্বনায়। সেসব তরুণদের জন্যই আমাদের এই আয়োজন। যেখানে তোমরা নিঃসঙ্কোচে প্রশ্ন করতে পারবে, বিশেষজ্ঞরা দেবেন তার উত্তর। গত তিন সংখ্যায় প্রশ্নের ধরণ দেখে বুঝা যায়- অধিকাংশ তরুণ-তরুণী তাদের যৌনতা ও যৌনাঙ্গ নিয়েই প্রশ্ন করছে। তোমাদের মনো-দৈহিক বা মনো-সামাজিক প্রশ্নও এ আসরে করতে পারো নিঃসংকোচে। আমরা তার সঠিক উত্তর দেয়ার চেষ্টা করবো। তোমার প্রশ্ন পাঠাতে পারো ই-মেইলের মাধ্যমে নিচের যেকোনো ঠিকানায়:  
youthcorner@pstc-bgd.org; projanmo@pstc-bgd.org

১. আমার স্তন যুগলের তুলনায় স্তনের বোঁটা খুবই ছোট। অবশেষে এর কি পরিবর্তন হবে?

তোমার স্তনের বোঁটার চারিদিকের এলাকা (areola) বড় অথবা ছোট হতে পারে। এগুলো খুবই স্বাভাবিক। স্তনের বোঁটা তোমার চামড়ার অন্যান্য অংশের তুলনায় কালো, লালচে অথবা ফ্যাকাশে হতে পারে এবং অনেক নারীর স্তন বোঁটার চারপাশে চুলও থাকতে পারে। অধিকাংশ নারীর স্তনের বোঁটা কয়েক মিলিমিটার লম্বা। বয়ঃসন্ধিকালে তুমি এই পরিবর্তন লক্ষ্য করতে পার। অনেক নারীর স্তনের বোঁটা সমতল যদিও এই অতিক্ষুদ্রটিই প্রলম্বিত (erection) হতে পারে। যখন তারা ঠান্ডা অনুভব করে অথবা যৌন উত্তেজিত হয়।

স্তনের বোঁটা দেখতে বিভিন্ন ধরনের। এগুলো সমতল, খুব তীক্ষ্ণ, ঝাঁকুনিপূর্ণ হতে পারে অথবা টোল পড়া দেখাতে পারে অথবা সম্পূর্ণ “ভিতরে ঢুকানো” (innie); এবং অনেক মহিলার উল্টানো স্তনের বোঁটা রয়েছে। সব ধরনের বৈচিত্র্যই পুরোপুরি স্বাভাবিক।

২. মাসিক চলাকালীন সময়ে ট্যামপুন ব্যবহার করা কি নিরাপদ? হ্যাঁ, ট্যামপুন ব্যবহার করা সত্যিই নিরাপদ। ট্যামপুন ব্যবহার এবং যোনির সংক্রমণের মধ্যে যোগসূত্র রয়েছে যা Toxic Shock Syndrome (TSS) নামে পরিচিত। অবশ্য, ট্যামপুন উৎপাদনের পদ্ধতি পরিবর্তনের কারণে, বর্তমান সময়ে ঝুঁকি বা সংক্রমণ খুবই দুর্বল। আমাদের দেশে এর ব্যবহার খুবই সীমিত।

৩. পুরুষের লিঙ্গের গড় আকার কত? কখন একটি লিঙ্গ খুব ছোট হয়?

লিঙ্গোথানের সময় অধিকাংশ প্রাপ্ত বয়স্ক পুরুষের লিঙ্গ ১২ থেকে ১৮ সে.মি. (৫ থেকে ৭ ইঞ্চি) লম্বা হয়। সবচেয়ে ছোট লিঙ্গ যাকে অতিক্ষুদ্র লিঙ্গ বলা হয় যখন পূর্ণ বৃদ্ধি হয় লিঙ্গোথানে এটি সামান্য কয়েক সেন্টিমিটারের (দেড় ইঞ্চি) বেশি লম্বা হয় না। সবচেয়ে বড় লিঙ্গ লিঙ্গোথানের সময় ২০ সি.মি (৭.৫ ইঞ্চি) এর বেশি লম্বা হয়; কিন্তু এটি ব্যতিক্রম। ১০,০০০ পুরুষের মধ্যে মাত্র একজনের লিঙ্গ ২৫ সে.মি (৯.৫ ইঞ্চি) হয়ে থাকে। নারীরা যা পছন্দ করে তা একজন পুরুষের লিঙ্গের দৈর্ঘ্যের উপর নির্ভর করে না।

অনেক পুরুষ তাদের কৈশোর বা যৌবন কালে বিস্মিত হয় যদি জানে তাদের সমবয়সী বন্ধুদের চেয়ে যদি তাদের লিঙ্গ ছোট বা বড় হয়। সমস্যা হলো যে, ১৩ বছরের ছেলের লিঙ্গ পুরোপুরি বৃদ্ধি

পেতে পারে যেখানে অন্যদের ১৭ বছরেও তা নাও হতে পারে। সংক্ষেপে বলতে গেলে, গড়পরতা বলতে এর চেয়ে বেশি কিছু বোঝায় না। লিঙ্গের সব ধরনের গঠন এবং আকার রয়েছে। সব লিঙ্গ এক রকম নয়।

লিঙ্গের লম্বা অথবা খাটো, বৃহৎ অথবা ছোট, সোজা অথবা বাঁকা হওয়া কোনো ছেলের যৌন সম্পর্কের ক্ষমতাকে প্রভাবিত করে না।

৪. একজন ব্যক্তির লিঙ্গোথিত হওয়া মানেই কি বোঝায় যে সে যৌনক্রিয়া করতে চায়?

পুরুষ - যুব হোক বা বৃদ্ধ হোক খুব দ্রুত যৌনভাবে উত্তেজিত হতে পারে, এমনকী যখন তারা যৌনক্রিয়ার কথা চিন্তা করে না তখনও (এমনকী যখন যৌনক্রিয়া তাদের মনে থাকে না তখনও)। বিশেষভাবে বয়ঃসন্ধিকালে, এমনকী পূর্ণ বয়সেও একটি নিশ্চিত পরিমাণ কাঁপন (যখন বাইসাইকেল বা মোটর গাড়ীতে চড়ে) -এর কারণে চমৎকার দৈহিক ইন্দ্রিয়ানুভূতি থেকে লিঙ্গোথান হতে পারে। এ ছাড়া সকালে ঘুম থেকে উঠার সময়েও অনেক পুরুষের লিঙ্গ উদ্ভিত অবস্থায় দেখা যায় যা সড়ৎহরহম বৎবপঃরড্হ নামে পরিচিত। এটিও স্বাভাবিক। ব্যক্তির লিঙ্গোথান হয়েছে বলেই সে যৌনক্রিয়া করার মেজাজে রয়েছে এ ধারণা সঠিক নয়।

৫. কখনো কখনো আমার লিঙ্গের শীর্ষে সামান্য পরিমাণে আঠালো সাদা ক্রিম থাকে। অভ্যকোষে অনেক বেশি শুক্রাণু জমা হওয়ার কারণে কি এটা হতে পারে?

গ্লেস্মা হলো হলুদ সাদা মাখনের মতো পদার্থ, এটি লিঙ্গের মাথায় এবং অগ্রত্বকের নিচে দেখা যায়। এটি একটি প্রাকৃতিক রস যা তোমার লিঙ্গকে আর্দ্র রাখে। কিন্তু গ্লেস্মার একটা বাজে গন্ধ থাকতে পারে (সামান্য মাখনের মতোই) সুতরাং এটি তোমার অভ্যকোষের অতিরিক্ত শুক্রাণুর লক্ষণ নয় - যেমন: পূর্বে বলা হয়েছে, বীর্যপাত না হলে শুক্রাণু একজন পুরুষের শরীরের মধ্যেই মিশে যায়।

যেসব পুরুষের অগ্রত্বক (Foreskin) রয়েছে তাদের গ্লেস্মা দূর করতে অধিক যত্নশীল হওয়া প্রয়োজন। তোমার অগ্রত্বকের নিচটা যত্নের সাথে পরিষ্কার করার চেষ্টা করো এবং দেখো হলুদাভ বস্তুগুলো দূর হয়েছে কি না। তুমি গোসলের জন্য সুগন্ধহীন জেল ব্যবহার করতে পার এবং তোমার আঙ্গুল দিয়ে অগ্রত্বক ঘষো। চেষ্টা করো গ্লেস্মা পুনরায় হওয়ার আগেই দূর করতে, তুমি প্রতিদিন তোমার অগ্রত্বকের নিচে পরিষ্কার করবে।





# পিএসটিসির সঙ্গে যৌথভাবে কাজ করবে আরএইচস্টেপ এবং দুঃস্থ স্বাস্থ্য কেন্দ্র

এখন থেকে পিএসটিসি-র সঙ্গে যৌথভাবে আরও একটি কার্যক্রমে কাজ করবে আরএইচস্টেপ এবং দুঃস্থ স্বাস্থ্য কেন্দ্র (ডিএসকে)। সংস্থা দু'টি পিএসটিসি-র নতুন কার্যক্রম হ্যাঁলো আই অ্যাম (হিয়া) বাস্তবায়নে এক যোগে কাজ করবে।

আইকিয়া ফাউন্ডেশন এবং রুটগার্সের সহায়তায় গত ২৭ জুলাই

হিয়া কার্যক্রম শুরু করে পিএসটিসি। এটি একটি চারবছর মেয়াদি কার্যক্রম। যেটি বাল্যবিয়ে রোধসহ সামাজিক সচেতনতা বৃদ্ধিতে কাজ করবে। বাল্য বিয়ের বিরুদ্ধে গণ জাগরণ গড়ে তোলার লক্ষ্যে পরিবার এবং সমাজের প্রভাবশালী ব্যক্তিবর্গের সাথে অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে কাজ করবে এ প্রকল্প। বিবিসি মিডিয়া অ্যাকশন কার্যক্রমটির এডুটাইনমেন্ট পার্টনার হিসেবে কাজ করছে।



# আইসাজ বিডি-র অর্থায়নে সিপিটিআই স্কলারশিপ

**পি** এসটিসি'র কমিউনিটি প্যারামেডিকস ট্রেনিং ইনস্টিটিউট (সিপিটিআই) এর শিক্ষার্থীদের স্কলারশিপের জন্য প্রায় সাড়ে আট লাখ টাকা সহায়তা দিয়েছে আইসাজ-বিডি। সংস্থাটি একটি বহুজাতিক প্রতিষ্ঠান। এর মূল অফিস নেদারল্যান্ডে। প্রতিষ্ঠানটি মূলত: নিজস্ব ডিজাইনে আসবাবপত্র, রান্নাঘরের সরঞ্জামাদি এবং ঘরে ব্যবহারের বিভিন্ন জিনিস তৈরি এবং বিক্রি করে। আইসাজ-বিডি-র এই স্কলারশিপের অর্থে সিপিটিআই এর চারজন শিক্ষার্থী

সম্পূর্ণ বিনা খরচে দুইবছর পড়াশুনা করতে পারবে। এবং আটজন শিক্ষার্থীকে দেয়া হবে অর্ধেক স্কলারশিপ। এসব শিক্ষার্থীরা পড়াশুনা শেষ করে যেকোনো ক্লিনিকে কমিউনিটি প্যারামেডিক হিসেবে তাদের ক্যারিয়ার শুরু করতে পারবে। এ লক্ষ্যে আইসাজ-বিডি-র সাইট ম্যানেজার সেজিন ইয়ালচিনকায়া, বাংলাদেশ লিয়াজো অফিসের প্রশাসনিক ব্যবস্থাপক সুভাষ চন্দ্র সাহা সিপিটিআই এর ক্যাম্পাস পরিদর্শন করেন এবং শিক্ষার্থীদের সঙ্গে পাঠ্যসূচী নিয়ে কথা বলেন।

## শুরু হলো সিপিটিআই ৬ষ্ঠ ব্যাচের ক্লাস

**১৩** সেপ্টেম্বর শুরু হলো ২০১৭-১৮ অর্থবছরের জন্য সিপিটিআই ক্লাস। প্রতিষ্ঠানটির নতুন ক্যাম্পাস আফতাবনগরে ভাড়া করা ভবনে এই ক্লাস শুরু হয়। আগে সিপিটিআই এর ক্লাস হতো নিকেতনে।

কিন্তু জায়গার স্বল্পতার জন্য কর্তৃপক্ষ প্রতিষ্ঠানটি আরো বৃহৎ পরিসরে সরিয়ে আফতাবনগরে নিয়ে যায়।

প্রতিষ্ঠানটিতে এখন ছয় জন ডাক্তার, ৪ জন কর্মচারী, একজন প্যারামেডিক এবং একজন প্রশিক্ষক রয়েছেন।





## এইচআইভি/এইডস প্রতিরোধের উপায়

- কোন কারণে রক্ত গ্রহণের প্রয়োজন হলে রক্তদাতার রক্তে এইচআইভি আছে কিনা তা পরীক্ষা করে নেওয়া
- যৌনসঙ্গী নির্বাচনে সতর্ক হতে হবে এবং মিলনের আগে খোলাখুলি কথা বলে নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে হবে
- যৌন মিলনের সময় অবশ্যই কনডম ব্যবহার করতে হবে
- যে কোন রোগে আক্রান্ত হলে দেরি না করে চিকিৎসকের পরামর্শ নিতে হবে
- প্রতিবারই ইনজেকশনের নতুন সূঁচ ও সিরিঞ্জ ব্যবহার করতে হবে
- এইচআইভি আক্রান্ত মায়ের ক্ষেত্রে সন্তান গ্রহণ, গর্ভাবস্থা, প্রসব এবং সন্তানকে বুকের দুধ দেয়ার ক্ষেত্রে চিকিৎসকের পরামর্শ নিতে হবে



# Rohingya crisis – The past and present

**Partnership for  
Sustainable Development**





# Meeting premises for Rent in Green Outskirts of Dhaka **Gazipur Complex**

## POPULATION SERVICES AND TRAINING CENTER (PSTC)

### Facilities

PSTC has five training rooms adequate for five groups of trainees. The rooms are air-conditioned, decorated and brightened up with interested posters and educational charts. Multi-media projector, video camera, still camera and multiple easel boards are available in the classrooms. There are dormitory facilities for accommodating 60 persons in Gazipur Complex. Transport facilities are also available for the trainees for field and site visits.

### General information

Interested organizations are requested to contact PSTC.

We are always ready to serve our valued clients with all our expertise and resources.

### Hall rent

- : Tk. 15,000/- (Table set up upto 100 persons and Auditorium set up upto 200 persons) per day
- : Tk. 8,000/- (upto 40-50 persons capacity) per day
- : Tk. 6,000/- (20-30 persons capacity) per day

### Accommodation

- : Taka 1500/- per day Single Room (2 Bedded AC Room)  
If one person takes, then per room Tk. 1,200 (Subject to Availability) per day
- : Taka 1200/- per day Double Room (4 Bedded Non AC Room)  
If two/three persons take, then per bed Tk. 500)

### Food Charge

- : Tk. 300/- - 400/- per day per meal

### Multimedia

- : Tk. 1500/- per day



**POPULATION SERVICES AND TRAINING CENTER-PSTC**

Address: PSTC Complex, Masterbari, Nanduin, Kaulia, Gazipur Sadar, Gazipur  
Phone: 9853284, 9884402, 9857289, E-mail: [pstc@pstc-bgd.org](mailto:pstc@pstc-bgd.org), Website: [www.pstc-bgd.org](http://www.pstc-bgd.org)

Editor

**Dr. Noor Mohammad**

Consultant

**Saiful Huda**

Publication Associate

**Saba Tini**

## Contents

PAGE 2

**Rohingya crisis - The...**

PAGE 6

**Partnership for...**

PAGE 10

**PSTC responds to  
humanitarian call:  
Emergency health care for  
Rohingyas**

PAGE 12

**Sangjog activities...**

PAGE 13

**Youth Corner**

PAGE 14

**NEWS**

PAGE 16

**Advertisement**

## EDITORIAL

Hundreds of thousands of Rohingyas sheltered in the makeshift camps are waiting to return to their homeland Myanmar. Over-populated Bangladesh is now passing through an unprecedented humanitarian crisis. Even then due to the bigheartedness of our Prime Minister along with quick responses from national and international organizations and the kindness of the people, Bangladesh has set an example of humanity. Bangladesh now is not only a pride for its own people, but also for the world.

Even before the 72nd General Assembly of the United Nations began on 12 September, 2017, the UN Secretary General António Guterres on 02 September wrote to the UN Security Council urging concerted efforts to prevent further escalation of the crisis in northern Rakhine state of Myanmar.

Although the UNGA discussed in details the Sustainable Development Goals set to be achieved by 2030, the leaders and participants were quite conscious about the deteriorating Rohingya refugee crisis on the Bangladesh-Myanmar border.

The crisis has steadily deteriorated this time following August 25, 2017 reported attacks by the Arakan Rohingya Salvation Army on the Myanmar security forces. Since then, the situation has spiralled into the world's fastest developing refugee emergency.

The UN Council had discussed the Rohingya situation four times in less than a month in September as the reality on the ground demanded swift action to protect people, alleviate suffering and prevent further instability.

The number has already crossed 500,000 as Rohingyas have fled their homes and sought safety in Bangladesh. Myanmar authorities have claimed that security operations ended on 5 September, but the Rohingyas continued pouring in hundreds at the end of the month as burning of Muslim villages, as well as looting and acts of intimidation reportedly continued.

This year's UNGA was held at such a time when thousands of Rohingyas fleeing with their lives were crossing into Bangladesh every day. Most of the sheltered are women, children and elderly. The present situation is grave than that of any other period. And that is why eradicating poverty, establishing peace and sustainable development were the main topic of discussion among the world leaders attending the Summit.

The United Nations has been working with SDG worldwide for the last two years. The foremost thing of the 15-year program is eradicating poverty, stopping war and conflicts to build up a peaceful world where every individual can enjoy their rights in an equal manner. This would, however, need the will of the leaders of every country.

We hope, we can make progress towards a healthy, beautiful and peaceful world putting behind all that is bad.

**Editor**

### Projanmo Founding Editor: Abdur Rouf

Edited and published by Dr. Noor Mohammad, Executive Director Population Services and Training Center (PSTC).

House # 93/3, Level 4-6, Road # 8, Block-C, Niketon, Dhaka-1212.

Telephone: 02 9853386, 9853284, 9884402. E-mail: [projanmo@pstc-bgd.org](mailto:projanmo@pstc-bgd.org)

*This publication could be made possible with the assistance from The Embassy of the Kingdom of the Netherlands through its supported project SANGJOG*



# Rohingya crisis – The past and present

Kazi Ali Reza

**T**he nature of crisis changes along with the advancement of civilization. The present day crises in the world were not seen in the past and one cannot say what type of crises the world community has to face in future.

People of the pre-historic age could not even imagine today's refugee crisis which is humiliating the world. This is, however, true that in all ages people were rendered homeless due to various natural reasons and had to leave their homeland and migrate. But the man-made reasons for which people are becoming shelter less and destitute today were not seen in the past.

Conflict of nations is not new in world history. Torture and oppression have continued for years in many countries. In 1971, the West Pakistanis forced the people of East Bengal to flee their homes. Examples of hatred between groups continue in different countries including Afghanistan, Iraq, Sudan, Somalia, Libya, Yemen, Syria, Palestine and Pakistan. From a statistics it was found that nearly 60 million Muslims around the world are now homeless for various reasons.

The Second World War is a burning example of homelessness of unimaginable sufferings. Elected democratically in 1933, Adolf Hitler vowed to transform the Germans into a blue-blood nation. This gave rise to ultra nationalism and led to the Second World War in 1939.

The black people of Nelson Mandela's South Africa were victims of torture and oppression of the whites for centuries whereas the whites constituted only 13 per cent of the population and the blacks 87 per cent. Till the release of Nelson Mandela in 1990, there were restriction in free movement of the blacks who were even unable to keep their

wives and family in the area of their employment. The blacks did not have the permission to enter the educational institutions of the whites. The blacks always had to carry passes provided by the whites. The pass proved that he or she is a citizen of South Africa.

The examples of the laws which once were applicable for the blacks only in South Africa can now be seen in Rakhaine state of Myanmar. Along with the control in free movement, the Muslim population has restriction on marriage, having children, education, employment and participation in national politics. The Rohingyas had been living there under these restrictions for decades. But the incident on 25 August 2017 has given a new dimension to the Rohingya issue which has become a huge challenge for a developing country like Bangladesh.

Myanmar is a big country in South Asia and a close neighbor of Bangladesh. It is five times bigger (676,552 sq km) than Bangladesh. Myanmar was an Indian state till 1935 and gained independence from the British in 1948. Bangladesh and Myanmar share 271 kilometers of common border, of which 63 kilometers is water boundary. India and Myanmar share common border of 2832 kilometers. The annual budget of Myanmar is US dollar 7.07 billion. Its military strength is about .55 million which is 26<sup>th</sup> largest in the world.

After Burma (now Myanmar) got its independence from the British empire in 1948, it formulated Union Citizenship Act dividing the Burmese into eight ethnic minority groups, but the Rohingyas were not included. However, the Rohingyas who could prove that they have been living there before 1823 were given citizenship. Many Rohingyas were able to prove that. In 1951, the Rohingyas above 12 years of age received National Registration Card under the Compulsory Registration Act. This card was later known as White Card. Since Ne Win's military coup in 1962 this white cards were issued no more. As a result, the new generation of Rohingyas were void of identity cards.

The Citizenship Law in 1982 became a big hurdle in getting citizenship for the Rohingyas. Under this law, three kinds of citizenship were introduced; full citizen, associate citizen and naturalized citizen. Each category had separate benefits and advantages.

The associate citizens would be those who had applied for citizenship before the law was made. A naturalized citizen needed to prove that one



of his or her parents came to Burma before the independence and any one of them was a full citizen. A Full Citizen would have to be from one of the eight ethnic groups. At that time names of 135 groups were announced where Rohingyas were not included. Later the Rohingyas on various pleas were excluded from the list of citizens because the law formulated in 1982 was not published until 1990. The government started issuing only White Card to the Rohingyas from 1995.

In 2014 general election, the White Card holders were given the right to vote. This created expectations that they would be given citizenship. The Rohingyas, however, were also given voting rights in 1990 elections. The Military Junta backed Union Solidarity and Development Party (USDP) had encouraged the White Card holders to participate in the polls to defeat Rakhine Nationalist Development Party (RNDDP). A White Card holder Sheoei Maong was also elected as a lower house representative.

Since 2014 the White Card holders have been refrained from all sorts of political activities and

were asked to return the cards. Responding to the call, nearly 400,000 Rohingyas submitted their White Cards and lost their last identity. Accordingly with that the Election Commission in 2015 cancelled the candidacy of Sheoei Maong.

**Beginning of the conflict:** In 1599 Burma's capital was burned due to conflict between the Moghuls and King Beinang. In 1531, the Moghuls declared independence of Burma and began expansion of the kingdom. In fact, it is since then that the number of Muslims began increasing in Burma and the seeds of Buddhist-Muslim difference generated. After 1785, the Rakhine state was expanded up to Chittagong, Bengal, Assam and Monipur. At that time there was dual rule of the British and the Burmese in the area.

Following the Anglo-Burma War in 1814 the Rakhine state became a part of British India. This made people of any part of India to easily travel to any other part and this is how the Muslim population of Rakhine increased. Basically, the Rohingyas have been living in the Arakans since long before 1823.







When the Japanese Army came to Burma during the Second World War in 1942, Aung Sung Suki's father General Aung Sung took guerilla training from them. Ne Win was also with him. At that time most of the Muslim population were against the Japanese and worked in favour of the British forces.

When the military ruler of Myanmar started a military operation called 'Dragon Head' in 1978, about 230,000 Rohingya Muslims entered into Bangladesh. Bangladesh's foreign office with the help of UN Secretary General U-Thant, who was elected from Burma, managed to send 205,000 Rohingas back to Myanmar. There is no explanation why did the Myanmar authorities took those Rohingyas back and provided them citizenship facilities. Then again there was a Rohingya influx in 1992 and Myanmar took back most of them. According to government estimates, repatriation of about 30,000 was not possible.

Now the Myanmar is saying that ARSA forces attacked 30 security posts on 25 August 2017. The ARSA or Arakan Rohingya Salvation Army is a group run by the Rohingyas who do not have any instance of carrying out such violent activity in the past. However, banking on this allegation Myanmar has initiated present day worst torture.

In the 2015 general elections, Aung Sung Suki's National League for Democracy (NLD) came to power winning two-third majority. This was the most fair election in Myanmar in 25 years, but no Muslim candidate was allowed to run.

Suki received the Noble Prize on 16 June 2012. It is customary to give a written statement while receiving the Prize. The gist of that statement which mesmerized the world is: "The world today has recognized that the tortured, oppressed and isolated population of Burma is also an inseparable part of the world." She stated that following the path of South Africa's undisputed leader Nelson Mandela she will build up a cordial relationship between all the groups in Burma. She also claimed herself to be a follower of Mahatma Gandhi.

Anyone with conscience will be astonished if he or she looks into today's Myanmar. Thousands of people including women, children and elderly are fleeing Rakhine and entering into Bangladesh. They are frightened. Some of the reports say that many of the women refugees are victims of rape. Incidents of group clashes are not uncommon, but the incidents of unarmed people being driven out of the country are rare.



Laying of mines on the roads of the Rohingyas has further deplored the barbaric act. There would be few examples of killing unarmed people by explosion of mines. Previously mines were used only in warfare. And these mines have been declared banned by the United Nations many years ago. Myanmar is using these mines to eradicate one of its own group of people. Making of each mine costs US dollar 10 only while the cost of removing and deactivating is more than a thousand dollars.

The Rohingya problem is multi-dimensional. There is economic interest, military issue, geo-political matter and diplomatic sagacity. Myanmar has friendship with some strong and important countries. On one hand it has friendship with communist country North Korea while on the other hand it also has friendship with Syria in the Middle East.

China is the main investor in Myanmar. China wants to make its position stronger in the Indian Ocean through the Rakhine state. China wants 85 per cent share of businesses is at the Kyaukpyu port of Rakhine state. Besides, China has made an agreement to set up a gas pipeline from Kyaukpyu

to China's southern state of Kunming. This is part of China's US dollar 10 billion plan to set up an exclusive economic zone at Kyaukpyu. Apart from these, China has a plan to set up rail communication between Myanmar and China's Yunnan province.

Myanmar also has good relationship with Pakistan. It is reported that discussion between Myanmar and Pakistan is progressing for purchasing JF-17 aircrafts from Pakistan. It is Myanmar-Pakistan joint effort. Through this deal Pakistan wants to reduce western influence over Myanmar. It has also been learnt from sources that Myanmar has purchased 100 tanks from Israel which means Myanmar also has good relations with Israel.

The light of hope is that world conscience has started growing. Bangladesh government is taking all necessary steps possible. But, as this problem is very deep rooted, the solution is not going to come in a very short time.

The writer is  
Former Office-in-Charge  
United Nations Information Centre







# Partnership for sustainable development

**B**angladesh has achieved remarkable successes in reaching the targets of human resource development and in removing poverty under the millennium development goals. Many observers were astonished by the economic and social progress made by Bangladesh in implementing the MDG targets. There were many obstacles in the developments. Besides political instability and uncertainty clashes, natural disasters, scarcity of resources, disparity in income and opportunities, weak institutional infrastructures, corruption and nepotism have made the policy makers suffer a lot during the MDGs' implementation period of 2000 and 2015. Despite the obstacles and risks there had been remarkable progress in the lives and livelihood of

the people during the one-and-a-half decade.

In fulfilling the targets of the United Nation's Millennium Development Goals (MDG) implemented between 2000 and 2015, Bangladesh made laudable achievements in many areas of development. These successes did not come overnight, but were achieved through a lengthy process. Among the eight set goals under MDG, Bangladesh made remarkable successes in at least five areas including the reduction of death rate of expectant mothers, reduction in child mortality rate and increasing the presence of girls in schools.

In an analysis published by the MDG Track Global Index only 6 of the 140 countries could implement 70 to 77 per cent of the MDGs. Some 18 countries

could implement 60 to 69 per cent of the MDG, 30 countries could implement 50 to 59 per cent and the rest 86 countries could manage less than 50 per cent success.

There were 18 targets set for 8 of the MDGs. If we consider Bangladesh's position, we will see that Bangladesh could implement 53 per cent of the MDG, whereas neighboring India implemented 43 per cent and Pakistan 34 per cent.

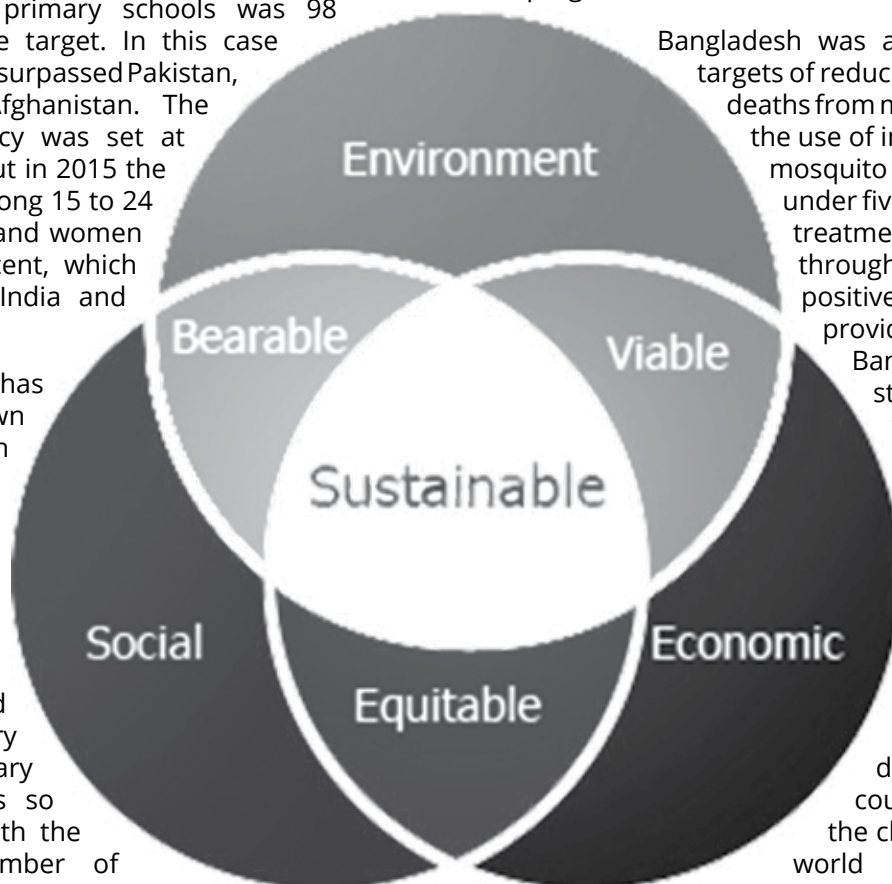
Bangladesh achieved 100 per cent target in the enrollment in primary schools. In 2015, the enrollment in primary schools was 98 per cent of the target. In this case Bangladesh has surpassed Pakistan, Bhutan and Afghanistan. The target of literacy was set at 100 per cent, but in 2015 the literacy rate among 15 to 24 years old men and women was 75.4 per cent, which is better than India and Pakistan.

Bangladesh has also shown success in reaching the targets of women empowerment and gender parity. Gender equality has been achieved in the primary and secondary education. It is so that now in both the cases the number of girls is more than the boys. In gender equality at the secondary level Bangladesh is now at the top among the South Asian countries. However, the gender equality target at the higher education level could not be achieved. The present ratio of boys and girls at the higher education level is 1:0.65. Apart from agriculture, the wages of women in other sectors is better than in India, Pakistan, Nepal and Bhutan.

Bangladesh has put behind India and Pakistan in reducing mortality rate for newborns and children under-five. Target was set to bring down the number of deaths to 31 per 1000 live births by 2015. The number which was 92 per 1000 births in the year 2000 was brought down to 29 per 1000

live births in 2015. The mortality rate for under-five children, which was 146 per 1000 children, was brought down to 36 per 1000. The MDG target was set to bring down the number of deaths to 48.

Bangladesh, however, lags behind in improving maternal health situation. In its effort to reach the target of reducing maternal mortality rate to 143 per 1000, Bangladesh could bring it down to only 181. Bangladesh also fell behind in reaching the targets of using birth control methods, delivery through skilled health workers and nursing of pregnant mothers.



Bangladesh was able to fulfill the targets of reducing the number of deaths from malaria, increasing the use of insecticide-treated mosquito nets for children under five years of age and treatment of tuberculosis through detection of positive cases and providing medicine. Bangladesh also stands on top of the list among the South Asian countries in the effort of preventing HIV/AIDS.

The Millennium Development Goals were only for least developed countries, but with the change of time the world leaders strongly realized the necessity of eradicating poverty from the Earth.

With this situation began the work for setting targets of Sustainable Development Goals or SDGs. The 193 members of the United Nations on 2 August 2015 agreed to set 17 goals for the SDG.

The 17 proposed goals of SDG are: 1. End poverty in all its forms everywhere; 2. End hunger, achieve food security and improved nutrition and promote sustainable agriculture; 3. Ensure healthy lives and promote Well-being for all at all ages; 4. Ensure inclusive and equitable quality education and promote lifelong learning opportunities for all; 5. Achieve gender equality and empower all women and girls; 6. Ensure availability and



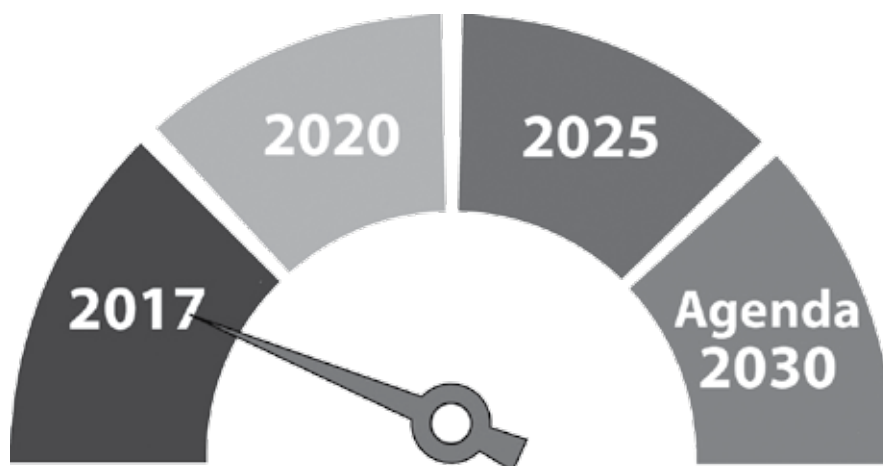


sustainable management of water and sanitation for all; 7. Secure access to affordable, reliable, lasting and modern energy for all; 8. Promote sustainable economic growth, full and productive employment and decent work for all; 9. Build

resilient infrastructure, promote inclusive and sustainable industrialization and foster innovation; 10. Reduce inequality within and among countries; 11. Make cities and human settlements Safe and Sustainable; 12. Ensure Sustainable consumption and production patterns; 13. Take urgent action to combat climate change and its impacts; 14. Conserve and sustainably use the Oceans, Seas and marine resources for Sustainable development; 15. Protect, restore and promote sustainable use of terrestrial ecosystems, sustainably manage forests, combat desertification, and halt and reverse land degradation and halt biodiversity loss; 16. Promote peaceful and inclusive societies for sustainable development, provide access to justice for all and build effective, accountable and inclusive institutions at all levels and 17. Strengthen the means of implementation and revitalize the global partnership for sustainable development.

Like all other UN member countries, Bangladesh has to fulfill these targets by 2030 because poverty alleviation, food security, improved nutrition, healthy life, quality education, women empowerment, safe water and sanitation, combating climate change,





peaceful and inclusive societies, access to justice and building accountable and inclusive institutions are all conditions related to country's economy. And 15 years is not too long time to fulfill these targets.

Till now the literacy rate or the GDP rate of the people of Bangladesh is not in a positive trend. Investment in education has to be increased to ensure justice for all and create opportunity for quality education. The quality of the teachers has to be improved. It has to be ensured that the students are imparted education according to the investment made on them. This is the reason stress has been laid on quality education and improved health service.

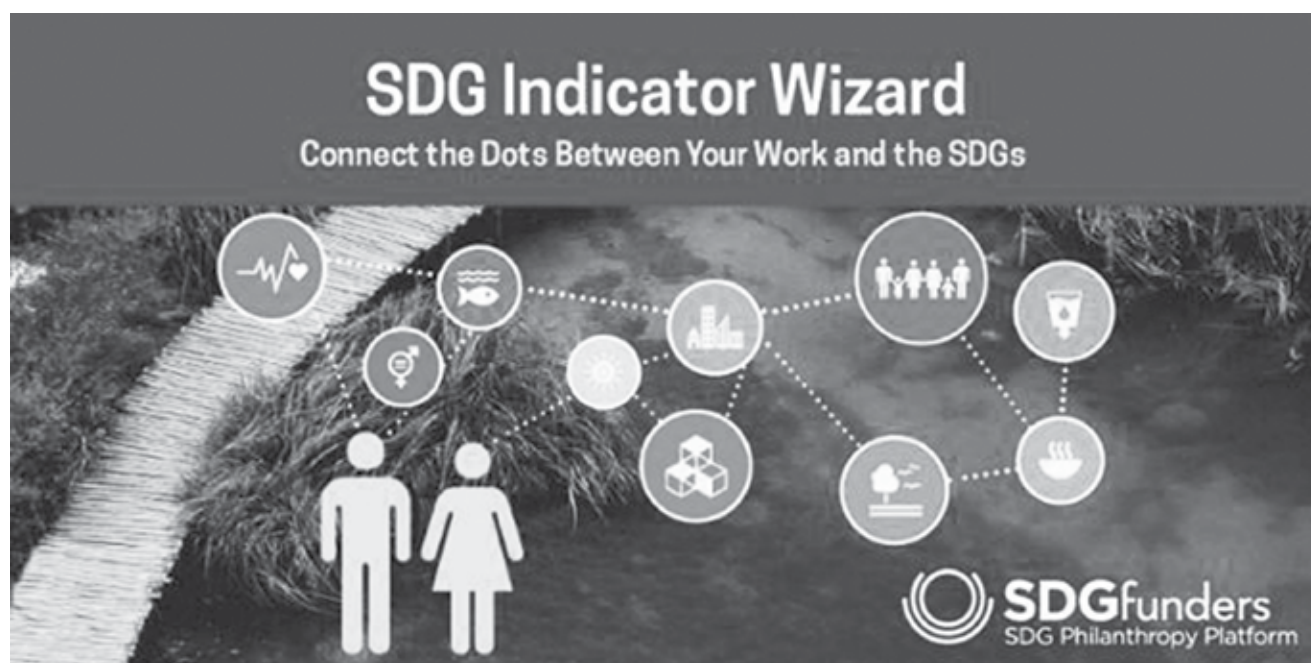
We are talking about poverty alleviation, investing on rural infrastructure, creating employment opportunity. But whether these opportunities ensure sustainable development of the poor is a

matter to be considered. Only providing job to the poor does not mean providing him self-respect. Just providing food does not mean poverty alleviation.

SDG is basically the next step of the MDG. We can also term SDG as the successor of MDG. The goal of MDG was aimed at halving hunger and poverty in the least developed countries while SDG aims at complete eradication of hunger and poverty. Likewise, MDG aimed at spreading education while the SDG aims at improving the quality which is a tough task. The best part of SDG is inclusion of all—even the poorest of the poor.

In order to repeat the success of MDG in implementing SDG, Bangladesh needs to bring a lot of reforms which includes fulfilling the deficits of good governance.

Saiful Huda







## PSTC responds to humanitarian call:



The 25 August 2017 was just like any other day. The monsoon was still active and it was raining since morning. As there were news coming about oppression on Rohingyas in the Rakhine state of Myanmar, the Bangladesh Border Guards were on the vigil to stop anyone trying to cross over. With the progressing of the day, the scenario completely changed. Not in one or two, the flow of the refugees was in thousands. There were women carrying their newborns on their laps, some carrying their old father or mother on their shoulders. They were just fleeing from the torture on the rain soaked day. This is how local resident Abdul in Teknaf of Cox's Bazar was describing the first day scenario of the fresh influx of Rohingyas from the Arakan province of Myanmar.

Nearly half a million Rohingya refugees fleeing fresh atrocities of Myanmar security forces since 25 August this year have taken shelter in different parts of Ukhia and Teknaf upazilas in Cox's Bazar district.

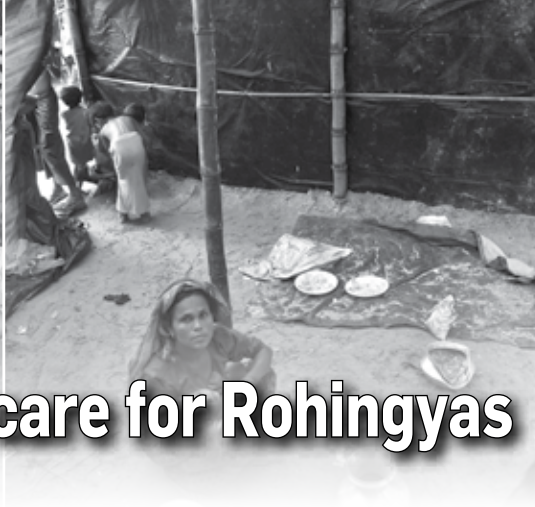
Another half a million Rohingyas, who had crossed the border before this since the early eighties, had already been living in sub-human condition in UNHCR camps in Ukhia and Teknaf.

The number of Rohingyas from Rakhaine state of Myanmar crossing over into Bangladesh may be much more as many well-to-do have not stayed at the refugee camps or have not registered with the concerned authorities.

Relief efforts carried out by UNHCR and IOM for the previously sheltered Rohingyas was at quite limited level before the new exodus. Now the new influx has brought in the world community to help the people driven out of their lands and living under the open sky in makeshift camps. Myanmar refuse to accept the Rohingyas saying that they are originally from Bangladesh and settled there. In fact, historically the







# Emergency health care for Rohingyas

Muslim Rohingyas have been staying in the Arakans since the Moghuls ruled there in the 18th century.

Apart from security, the matters of concern for these Rohingya refugees in the temporary camps are food and healthcare. Though the government and the international NGOs are trying to streamline relief and health service, it remains a big task.

Of the more than a million refugees, old and new, nearly fifty per cent are children, most of them are malnourished. The environment and the living condition at the camps make these children more vulnerable.

Health workers said they fear epidemics and spread of contagious diseases. It could be diarrhoea or influenza in the over populated and congested camps.

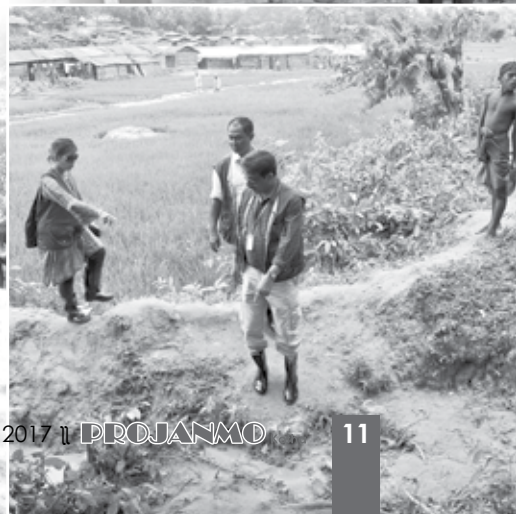
Apart from the children, pregnant women and adolescents girls also need on urgent basis healthcare facilities which at present remains beyond the government control and are being carried out in haphazard manner. The efforts of UNHCR, UNICEF, UNFPA and other UN bodies also fall short of the requirement.

Local and international NGOs have joined hands with the government and international efforts to cope up with the situation.

Falling in the line of work, Population Services and Training Center (PSTC) has formed an emergency response team and joined in imparting health services.

PSTC with its own limited resources has set up an emergency health camp at Pashchim (West) Balukhali where most of the newly arrived refugees have taken shelter.

Saiful Huda





# Sangjog activities begin in Chittagong and Jessore

Activities of Population Services and Training Center (PSTC) run "SANGJOG", a project to safeguard the sexual and reproductive health and rights of Bangladeshi youths under HIV risk, began in Chittagong on 27 September.

Initiating the activities at a program at the hall room of the DC's office, the Chittagong Deputy Commissioner Mr. Md. Zillur Rahaman Chowdhury said following religious norms can keep one safe from killer disease called AIDS. Mentioning that many girls were still being sold out to hotels and brothels disregarding religious commandments, he said that those who go to these girls are also not aware of safe behaviours. Regarding SANGJOG activities the district administrator said that in all circumstances the aim of all works should be to attain gratification and not only success.

Chaired by PSTC Executive Director Dr. Noor Mohammad, the opening remarks were given by SANGJOG's Chittagong District Coordinator Sumitra Tanchangya. Introducing SANGJOG to the audience, the project's Program Manager Dr. Lutfun Nahar reminded that the target group of SANGJOG project, launched on 09 March, 2017 in Dhaka, is young people aged between 15 and 24 years of age who are at risk.

District Civil Surgeon Dr. Mohammad Azizur Rahman Siddiqui informed that there were signs of HIV positive cases among the Rohingya refugees entering Bangladesh. He suggested carrying out

awareness building program on HIV/AIDS among the Rohingya youths. Welcoming the efforts of SANGJOG, Family Planning Deputy Director Dr. Ukey Win assured all out cooperation to make the project successful.

Executive Director Dr. Noor Mohammad winded up the day's program giving some more briefing about PSTC's overall activities. He also thanked the guests for attending the program.

PSTC Team Leader Dr. Mahbubul Alam, Additional Deputy Director Dr. Subrata Kumar Chowdhury, Deputy Civil Surgeon Dr. Mohammad Humayun Kabir, Medical Officer Dr. Mohammad Nurul Haider, Dr. Wajed Chowdhury and representatives of different NGOs were, among others, present on the occasion.

## Jessore

Earleir on 29 August 2017, Jessore Deputy Commissioner Mr. Md. Ashraf Uddin inaugurated the SANGJOG activities in Jessore district. Speaking as Chief Guest at the inaugural program, the district administrator lauded PSTC's efforts in creating awareness against HIV/AIDS.

Superintendent of Police Md. Anisur Rahman, BPM, PPM (BAR) was present as special guest. District Civil Surgeon Dr. Gopendra Nath Acharya, SANGJOG District Coordinator Priyadarshan Mandal and local elites were, among others, also present on the occasion.

Dear young friends, there is a time in life everyone has to pass through. This teenage, basically from 13-19 or sometimes called adolescent period is very sensitive. During this period, some physical as well as emotional changes occur which are at times embarrassing. We have introduced this page for those young friends. From the questions in the last three issues, it has been observed that most of the young girls and boys have queries related to their sexuality and their sex organs. Do not hesitate to ask monotheistic or psycho-social questions in this page. We will try to give you an appropriate answer. You may send your queries to the below address and there will be an expert to answer.  
youthcorner@pstc-bgd.org; projanmo@pstc-bgd.org

1. *My nipples are too small compared to the size of my breasts. Will it ultimately change?*

**Answer:** The area around your nipples, which is called areola, may be big or small. The nipples can be more pale, dark or red in colour compared to any other area of your skin. Many females may have hairs around the nipples. The nipples of most females are a few centimeters in length. You can observe these changes during your adolescent period. Nipples of many females may be flat although there are erections when they feel cold or have sexual stimulation.

Nipples have various looks. Some are flat, some very sharp, some are bouncy and some may look like an innie. Some females have reverse nipples. All the varieties are absolutely natural.

2. *Is it safe to use tampon during periods?*

**Answer:** Yes, it is really safe to use tampons. There is a co-relation between use of tampon and having infection in vagina which is called Toxic Shock Syndrome (TSS). However, TSS or infection is very rare due to the change in the method of making tampons. The use of tampons is very limited in our country.

3. *What is the average size of penis? When is a penis too small?*

**Answer:** Penis of most adults usually vary from 12cm to 18 cm (5 inches to 7 inches) during erection. A penis is very small when it does not get elongated by a few centimeters (one-and-a-half-inch) during erection. Big penis is more than 20cm (7.5 inches) long during erection, but this is exception. Only one out of 10,000 males have penis as long as 25cm (9.5 inches). What females like does not depend on the size of the penis.

Many males are surprised during their youth when they find that their penis is smaller or bigger than their friends of the same age. The problem is

that a 13-year-old can have a full erection whereas a 17-year-old may not have it. In short, there is nothing more that can be said about average size. All penis are not of the same size and shape, they differ.

4. *Does an erection means that the person intends to have sex?*

**Answer:** Males—young or old can be sexually excited very fast, even if he is not thinking of sex. Particularly, during adolescent period and even in adulthood, a wonderful physical feeling created by certain amount of vibration (while riding a bicycle or motorcycle) can cause erection. Besides, many males experience erection while waking up in the morning. This is known as 'morning erection' and is normal. A person having an erection does not necessary mean that he is in a mood to have sex.

5. *Sometimes I have a white sticky cream like substance at the tip of my penis. Does it happen due to accumulation of too much sperm in the testicles?*

**Answer:** Mucus is yellowish while butter like substance usually found at the tip of the penis or in the lower part of the foreskin or 'prepuce' of the penis. It is a natural fluid which maintains the moist of your penis. But the mucus may have a stench (a little like butter). Therefore, this is not the sign of having too much of sperm in your testicles. And as said earlier, if there is no ejaculation, the sperm is absorbed in the body naturally.

The males having prepuce, should be very careful in removing the mucus. You try to clean the lower part of your foreskin carefully and see that the yellowish substance has been removed or not. You can use unscented bathing gel during your bath and rub your prepuce with your finger. Try to clean it before the mucus is formed. Clean your prepuce every day.





# RHSTEP and DSK sign partnership agreement with PSTC

**R**HSTEP and Dustha Sashthya Kendra (DSK) signed agreements to become partners in implementing HIA (Hello I Am) program.

Launched on 27 July 2017 with the support from IKEA Foundation and Rutgers, HIA is

a four-year program towards ending child marriage through creating a supportive social environment challenging the socio-cultural norms and endorse child marriages. BBC Media Action is the edutainment partner of the program.



# ISAG-BD funds for CPTI Scholarships

ISAG-BD has donated Taka 0.85 million for providing scholarships to students of PSTC's Community Paramedics Training Institute (CPTI). ISAG-BD is a multinational group, headquartered in the Netherlands, that designs and sells ready-to assemble furniture, kitchen appliances and home accessories.

Four students will be awarded full scholarship while eight others will get half scholarship for

the two-year session after which the graduates of the course can join any clinic as community paramedic.

Sezin Yalcinkaya, ISAG-BD (IKEA Supply as, Bangladesh) Site Manager of IKEA Supply AG, Bangladesh and Administrative Manager Suvash Chandra Saha visited the CPTI campus and talked to the students about the curriculum.

## CPTI 6<sup>th</sup> Batch Classes Begin

Classes of the 2017-18 session of CPTI began at its new campus on 13 September, 2017. The CPTI campus which was situated at Niketon was shifted to a hired premise at Aftabnagar due to

accommodation problem.

The CPTI runs with the help of 6 doctors, 4 non-technical staff, one paramedic and an instructor.





# How to prevent HIV/AIDS

- **Test donor's blood if transfusion needed**
- **Be faithful with partners**
- **Use condom during intercourse**
- **If you have any chronic infectious disease, consult a doctor immediately**
- **Use a new syringe and new needle for each and every injection**
- **Women having HIV need to consult a doctor before taking a child, during pregnancy and during breastfeeding**